ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

৯০

রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY

Shalimar's®

CHEF

CHEF SPICES

একডজন প্রেমের গল্প ও কবিতা

- দাম্পত্য, বন্ধুত্ব এবং সেলফ-লাভ
- ক্যান্ডেল লাইট ডিনার স্পেশাল একডজন রান্না

Read at: www.rojkarananya.com

সম্পাদকীয়

ভালোবাসা মানে প্রতিদিন একটু বেশি করে পাশে থাকা। তাই বলতেই পারেন ভালোবাসার উদযাপন কি শুধু ভ্যালেন্টাইন ডে-তেই হয়? একদিনের লাল গোলাপ, চকোলেট আর সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে কি ভালোবাসার সবটা ধরা পড়ে? নাকি ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে প্রতিদিনের ছোট ছোট মুহূর্তে, একসাথে চা খাওয়ায়, একাকীত্ব থেকে ছোটখাটো সমস্যায় চুপ করে পাশে বসে থাকার মধ্যে, ক্লান্ত দিনের শেষে "ভালো আছো?" এই ছোট্ট দু'খানি শব্দে।

এই সংখ্যায় রয়েছে একডজন প্রেমের গল্প আর কবিতা। কিছু গল্প আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে প্রথম প্রেমের দিনগুলোতে, কিছু আবার মনে করিয়ে দেবে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ভরসা আর নিশ্চিন্তি। যেখানে প্রেম মানে শুধুই পাওয়া নয়, তাতে হারানোও আছে, অপেক্ষাও আছে, আবার আছে নতুন করে শুরু করার সাহস'ও।

এছাড়াও থাকছে বাড়িতে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের জন্য একডজন বিশেষ রান্না। দামি রেস্তোরাঁ নয়, নিজের ঘরেই আলো কমিয়ে, মোমবাতির আলোয় নিজের হাতে রান্না করা খাবারে প্লেট সাজানো আর চমকে দেওয়া নিজের সঙ্গীকে। এছাড়াও সবচেয়ে জরুরি কথাটা এসেছে একটি বিশেষ প্রবন্ধে, যা পরিপূর্ণ করেছে এই সংখ্যাকে। আমরা প্রায়ই সম্পর্কের ভেতরে নিজেদের স্বত্বাকে ভুলে যাই। অথচ সত্যিকারের ভালোবাসা সেখানে, যেখানে দু'জন মানুষ একে অপরের বন্ধু হয়, আবার নিজের জন্যও জায়গা রাখে। নিজেকে ভালোবাসা মানে স্বার্থপর হওয়া নয়, বরং সম্পর্ককে আরও সুন্দর করে তোলা।

এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ার সময় যদি আপনার খুব কাছের কাউকে ফোন করতে ইচ্ছে করে, বা নিজের জন্য একটু সময় বের করতে মন চায়, তাহলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক। কারণ ভালোবাসা একদিনের নয়। ভালোবাসা রোজকার, সারা জীবনের। সকলের জীবনে বসন্ত আসুক, সুন্দর হোক সবকিছু।

ধন্যবাদান্তে

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

রোজকার অনন্যা পরিবার

সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্যাশন এবং অন্দরসজ্জা
এলিজা

গ্রাফিক্স ও অলংকরণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগীয় প্রধান
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ

সম্পাদকীয় বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)

বিজ্ঞাপন বিভাগ: [illegible] (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)

EMAIL: rojkaranannya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

RNI: WBBIL/2016/64960

স্বত্বাধিকারী: অমল ঘোষ ও সুতপা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
Shalimar's COCONUT OIL
Shalimar's COCONUT OIL
প্রতিটি ফোঁটায় মায়ের ভালোবাসা
আর **শালিমারের** প্রতিশ্রুতি
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
hyperpure

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাজ সজ্জা, সাথে রোজকার রান্নাবান্না
ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

স্ফুলিঙ্গ ৭
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তর্ষি মন্ডল ও স্বাতী ১৯
শোভনলাল আধারকার

পদ্মা মেঘনা ২৭
অরুণিমা চ্যাটার্জী

মাফলার ৩১
নির্মাল্য বিশ্বাস

লেডিস সিট ৪১
পৃথা ব্যানার্জী

না বলা কথা ৪৭
সুপ্তা আঢ্য

কবিতা (৫৪-৫৬)

বসন্ত গোধূলি
দেবনারায়ন দাস

কুমারী পুরাণ
শ্রী সদ্যোজাত

তিনটি যুগ পরে
রীতশ্রী দাস

তোর বিহনে
অপর্ণা দে

বসন্তময়ূরী
রবি শঙ্কর পাল

চিরন্তন ভালোবাসা
কল্পনা মজুমদার

দাম্পত্য, বন্ধুত্ব এবং সেলফ-লাভ ৫৭
সুদেষ্ণা ঘোষ

ক্যান্ডেল লাইট ডিনার স্পেশাল! ৬১
(একডজন রেসিপি)
অঙ্কিতা বসু সাহা
সৌমি কুমার
স্বর্ণাভ হালদার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
স্বাস্থ্যকর তেলে
সুস্বাদু রান্না
Sunflower Oil
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

স্ফুলিঙ্গ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ 2583-6149 / 8240496311

E-mail : adircpl@gmail.com

For Online Shopping

CALL US AT
9830117563 | 7003384398

VISIT AT
www.adireadymadecentre.net

FOLLOW US ON

রাতের দার্জিলিং মেল ধরার আগে টুকিটাকি গোছগাছ সারছিল ঋষিতা, গুনে দেখছিল ঘরের মেঝেয় সব ব্যাগগুলো ঠিকঠাক রাখা আছে কি না, কোনটায় কী আছে, কোন-কোনটা হাতের কাছে রাখা দরকার ইত্যাদি। আর একটু পরেই ট্যাক্সি এসে পৌঁছোবে, ট্যাক্সিতে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তার। হনিমুন বলে কথা। হনিমুন তো আর এক জীবনে দুবার হবে না।

ব্যাগগুলো মেলাতে গিয়েই চোখে পড়ল একটা পেটমোটা ভারী ব্যাগ, এতটাই ভারী যে ঋষিতা এক হাতে টেনে তুলতেই পারল না, তাতে তার চোখে বিস্ময়ের রসগোল্লা। ব্যাগের মুখ তালাবন্ধ দেখে অধীপের শরণাপন্ন হয়, বারান্দায় চোখ রেখে ট্যাক্সির আগমনের অপেক্ষায় থাকা অধীপের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল ঘরে, দরজা আধভেজানো করে বলল, কী নিয়েছ এই দশমেসে গর্ভবতী ব্যাগটায়?

অধীপ তার নতুন বৌয়ের অব্যাকরণীয় ভাষাপ্রয়োগ শুনে ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলল, চুপ, চুপ। পাশের ঘরে মা-বৌদি সব রয়েছে। কী ভাববে বলো তো?

ঋষিতা মুখ ব্যাজার করে বলল, আমি এমন কিছু মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কথা বলিনি যে, ঘরের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নেমে তোমার মা-বৌদির কানে গিয়ে কথাগুলো পৌঁছোবে ঠিক আছে দরজা বন্ধ করে কথা বলছি।

বলে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিতেই অধীপ আরও আতঙ্কিত, বলল, এই রে, পাশের ঘরে সবাই রয়েছে, আর তুমি ছিটকিনি দিয়ে দিলে?

ঋষিতার চোখে বিস্ময়ের ছোটো ছোটো টুকরো, বলল, তাতে কী হয়েছে? তুমি তো তোমার নিজের বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছ পরের বৌয়ের সঙ্গে তো নয়। ঠিক আছে, দরজাটা না হয় হাট করে খুলে দিলাম। হ্যাঁ, এইবার বলো তো কী আছে ভারী ব্যাগটায়?

অধীপ অম্লান বদনে বলল, কী আবার? বই।

--বই? কী বই? এত বই দিয়ে তুমি কী করবে দার্জিলিঙে?

--কী আর করব পড়ব। বই আর লোকে কী করে? খায়ও না, মাথায়ও দেয় না।

--তুমি যাচ্ছ নতুন বউ নিয়ে দার্জিলিং। আর সেখানে গিয়ে তুমি বই পড়বে? কেউ পড়ে?

--কেউ না পড়লেও আমি পড়ব। সাতদিন দার্জিলিঙে বসে কী করব?

--কী করবে মানে? হনিমুনে কি কেউ বই পড়তে যায়? হনিমুনে গিয়ে পড়ার একটাই সাবজেক্ট, বউ। নতুন স্বামীরা বউ পড়ে।

অধীপের কোনও ভাবন্তর হয় না, মুচকি হেসে বলে, সে তো পড়বই। কিন্তু টানা সা-- আ-ত দিন মানে সাত ইন্টু চব্বিশ ঘন্টা, মানে ইন্টু ষাট মিনিট, বুঝতে পারছ এতখানি সময় কী করে কাটাব?

ঋষিতা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে অধীপকে। বিয়ের আগে শুনেছিল পাত্র লেখাপড়ায় খুব ভালো ছেলে। বই-অন্ত প্রাণ। চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে ভালো রেজাল্ট করে ভালো চাকরি করে। সারাক্ষণ অঙ্কে নিবেদিত পুরুষ। কিন্তু ভালো ছেলেরা বই তো পড়বেই। পড়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে, তারপর সেই রেজাল্ট কাজে লাগিয়ে পার্স মোটা হয় এমন একটা চাকরি করে ঋষিতার মতো সুন্দরী বৌ জোগাড় করবে। কিন্তু সে তো বিয়ের আগে। বিয়ের পরে কেউ বই পড়ে না, বৌ পড়াই রেওয়াজ।

ঋষিতা চোখেমুখে ঝঙ্কার মাখিয়ে বলল, কী করে কাটাবে মানে? হনিমুনে সময় কাটানোর কত উপায়। আর তুমি কিনা--

ঋষিতা কিছুক্ষণ চোখেমুখে 'হা-হতোস্মি' অভিব্যক্তি মাখিয়ে অধীপকে বোঝার চেষ্টা করে। এমন সুন্দরী বৌ নিয়ে হনিমুন করতে যাওয়ার সময় যার বই পড়ে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে তার সম্পর্কে এই মুহূর্তে কী ধারণা করা যায় ভেবে দিশেহারা। অনন্যোপায় হয়ে ভারী ব্যাগটা টেনে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, এখন ঠিক করো হনিমুন-ট্রিপে সঙ্গে বই নেবে, না বৌ? যে কোনও একটা।

অধীপ কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই বাইরে একটি ঝকঝকে ট্যাক্সির থেমে যাওয়া, ফলোড বাই হর্ন। অধীপ করুণ মুখে বইভর্তি ব্যাগটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়ে দেয় ঘরের আমেঝেছাদ। পেটমোটাটিকে মেঝের এক কোণে সরিয়ে রেখে বাকি ব্যাগ-বাক্স তুলতে থাকে ট্যাক্সির ডিকিতে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959

গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, বেহালাঃ 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500

কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, বারাসাতঃ হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137

বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387

তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451

মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506

কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513

Shop Now : www.priyagopalbishoyi.com

ভাগ্যিস এ সি-তে টিকিট কেটেছিল অধীপ, নইলে এপ্রিলের ভ্যাপসা গরমে হনিমুনজার্নি মাথায় উঠততাদের। পাশাপাশি দুটো আপার বাঙ্ক পেতে ভারী মজা ঋষিতার। রাতের অনেকটা সময় মুখ ভেংচে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল অধীপকে। অধীপ যেই না চোখ বোজে অমনি মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে জাগিয়ে তুলে অমনি ভেংচি। অধীপ একসময় ভুরু কুঁচকে চোখের ইশারায় ঋষিতাকে ঘুমোনোর প্রেসক্রিপশন দেয় ও নিজেও একসময় কখন যে ঘুমের কোলে ঢ়লে পড়েছে তা জানে না। ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখে ঋষিতা দিব্যি ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বিস্মিত অধীপ ভুরু কাঁপিয়ে জানতে চায়, কী হল, তুমি রাতে ঘুমোওনি?

ঋষিতা মুখ ভেংচে বলল, কী জানি তুমি ঘুমিয়েছ তা দেখেছি, কিন্তু আমি ঘুমিয়েছিলাম কি না তা আমি দেখব কী করে?

ছোটোবেলায় একবারই দার্জিলিং এসেছিল ঋষিতা, তেমন মনে ছিল না জার্নির মজাটা। এবারে দারুণ মজা পাচ্ছে অধীপের পাশে বসে, যাওয়ার পথে স্মৃতিতে উসকে উঠছে এক-একটি ছবি, আর বলছে, জানো, এখানে না...

এবার আর শুধু বেড়ানো নয়, মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া। তার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হওয়ার পর থেকে সে একটাই কথা ভেবে এসেছে গরমকালে কিছুতেই বিয়ে করবে না। গরমে বিয়ে করে কোনও আরাম নেই। কিন্তু বরাত এমনই যে, সেই ভ্যাপসা এপ্রিলেই কি না তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হল কিন্তু কী আর করা অতএব তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হনিমুন করতে কোনও শীতের দেশেই যাবে। পারলে কোনও বরফের দেশে। বরফ খুব পছন্দের বিষয় ঋষিতার। তারপর কাশ্মীর থেকে সিমলা-মানালি, গাড়োয়াল, কুমায়ুন হয়ে গোটা হিমালয় রেঞ্জে মানসিক ভ্রমণের পর বাঙালির অগতির গতি দার্জিলিঙে এসে ঠেক খেয়েছে তাদের দৌড়।

--ঠিক আছে দার্জিলিং ই সই, পরে অন্য কোথাও-- বলে টিকিট কাটায় সম্মতি দিয়েছে ঋষিতা।

সেই দার্জিলিং যাওয়ার পাহাড়ি পথটা খুব শিগগির যেমন পার হয়ে গেল ওদের। অধীপ অবশ্য চুপচাপ, কবি-কবি চোখে দেখছিল এক পাশের গভীর খাদ, অন্যপাশের জঙ্গুলে পাহাড়। ঋষিতা তার মধ্যেই দু-চারবার চিমটি কেটে অস্থির করে দিতে চাইল অধীপকে। কিন্তু অধীপ নির্বিকার, পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে কী খুঁজছে কে জানে?

দার্জিলিঙে পৌঁছে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আবিষ্কার করা গেল হোটেলটি। হোটেল নয়, গেস্ট হাউস। কুলির মাথা থেকে টাল দেওয়া ব্যাগ-বাক্স নামাচ্ছে, হঠাৎ ঋষিতা বলল, হোটেলের বদলে মহেঞ্জোদারোয় থাকতে হবে তা আগে বলোনি তো?

--মহেঞ্জোদারো? অধীপের চোখ তালুতে।

--এই বাড়িটা দেখলে মহেঞ্জোদারোর কথা মনে পড়ছে না? খসে পড়ছে দেওয়ালের পলেস্তারা, ঝুঁকে অছে ছাদের প্যারাপিট।

অধীপ সেদিকে তেরচা নজর চালিয়ে বলল, এটা আমাদের এক ক্লায়েন্টের গেস্ট হাউস। ভাড়াটা একটু কম অন্য হোটেলের তুলনায়। তারা বলেছে বাইরেটা সামান্য ভাঙাচোরা হলেও ভিতরটা থ্রি স্টারের মতো ঝকঝকে।

--উঁহু, মহেঞ্জোদারোতে পৌঁছে ঐতিহাসিকরা উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত হতে পারেন, কিন্তু এখানে হনিমুন নৈব নৈব চ। চলো অন্য হোটেল দেখি।

--বাহ, এত টাকা দিয়ে গেস্ট হাউস বুক করলাম, এখন বলছ অন্য হোটেলে যাব?

অধীপ সেদিকে তেরচা নজর চালিয়ে বলল, এটা আমাদের এক ক্লায়েন্টের গেস্ট হাউস। ভাড়াটা একটু কম অন্য হোটেলের তুলনায়। তারা বলেছে বাইরেটা সামান্য ভাঙাচোরা হলেও ভিতরটা থ্রি স্টারের মতো ঝকঝকে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET
HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056 (NEAR BARANAGAR METRO)
/POURE8 /8POURE
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

--তুমি টাকার কথা ভাবছ ? ঋষিতা হেলায় উড়িয়ে দেয় অধীপের কথা, আমার কতদিনের স্বপ্ন হনিমুন হবে এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তার জন্য টাকাও জমিয়েছি অনেকদিন ধরে। টাকাটা এনেওছি সঙ্গে করে। এখানে হবে না। আবার কুলির মাথায় মাল ওঠাও।

মিনিট দশেকের মধ্যে বেশ চাম্পিয়ন একটা হোটেল আবিষ্কার করে ফেলল ওরা। ঋষিতা হোটেলের মধ্যে ঢুকে এক পাক নেচে নিয়ে বলল, দারুণ না?

বলে অধীপের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল জানালার ধারে, দ্যাখো, দ্যাখো, কাঞ্চনজঙঘার নাক দেখা যাচ্ছে না? কী চমৎকার ঝকঝক করছে বরফের দৃশ্য।

অধীপ অনেক উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল দৃশ্যটা, বলল, ওটা নাক কি কান তা কী করে বুঝব? কাঞ্চনজঙ্ঘা না হয়ে রৌপ্যজঙ্ঘাও তো হতে পারে রূপোর মতোই তো মনে হচ্ছে বরফের রংটা।

--সে যাই হোক, হোটেলের জানালা দিয়ে বরফের টুকরো দেখে কীরকম শিহরন হচ্ছে না শরীরে?

অধীপ হয়তো অনুভব করার চেষ্টা করল তার শরীরের প্রতিক্রিয়া, পরক্ষণে বলল, এতগুলো টাকা বেঘোরে নষ্ট হয়ে গেল সেই শিহরনটা দিব্যি অনুভব করতে পারছি কিন্তু।

ঋষিতা রাগমাগ করে বলল, ধুর ধুর, টাকার কথা ভাবলে আর হনিমুন করার মজা পাওয়া যাবে না। ভারী তো এসেছি দার্জিলিঙে। আমার তো স্বপ্ন ছিল যদি হনিমুনে যেতে হয়, তবে আল্পসের চূড়ায়।

--আল্পস? অধীপকে দিশেহারা দেখায়, মানে সেই আল্পস পর্বতমালায়?

--বাহ্ ভাবতে কী দোষ ধরো তুমি আমি পৌঁছে গেলাম আল্পস্ পর্বতমালার চূড়ায় এক নির্জন বাংলোয়। রুমে বসে দেখতে পাচ্ছি চারপাশ শুধু বরফ আর বরফ। অনেক নীচে থেকে একটা লম্বা পিচরাস্তা এঁকেবেঁকে উঠে এসেছে বাংলোর কাছে। হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি অনেক নীচে সেই পাহাড়ি পথে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে আসছে দুই রাখাল বালক। অদ্ভুত তাদের পরনের পোশাক। মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা। হাতে চমৎকার এক-একটি ঘাড়-বাঁকানো লাঠি। সেই ভেড়ার পালের ভিড়ে পথে হঠাৎ আটকে গেল দ্রুত ড্রাইভ করে আসা এক দম্পতি। ভেড়ার পালকে যাওয়ার জায়গা করে দিতে পথের একপাশে দাঁড়িয়ে গেল তাদের লাল মারুতি। ভেড়ার পাল চলে গেল কিন্তু সেই মারুতি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল স্থানু হয়ে। যেন সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ছেড়ে তারা আর কোনও দিনও যাবে না কোথাও। ভাবতে পারো ধু ধু নির্জন পাহাড়ি ল্যান্ডস্কেপে শুধু একটা লাল মারুতি

পরক্ষণে ঋষিতা চোখ নাচিয়ে বলল, কী, এরকম একটি দম্পতির একজন হতে ইচেছ করে তোমার?

অধীপ তার সুন্দরী বৌয়ের ধারাবিবরণী শুনছিল চোখ স্থির করে, এতক্ষণে বলার সুযোগ পেয়ে বলল, তোমার আর এরকম কী কী শখ আছে?

--এরকম কত কত দৃশ্য মগজে ঝিলিক দিচ্ছে সারাক্ষণ। যেমন ধরো গ্রিনল্যান্ডের একটি বরফে ঢাকা রাস্তা বরাবর আমরা দুজনে যাচ্ছি একটা বিশাল স্লেজগাড়িতে চড়ে। আমাদের গন্তব্য একটি এস্কিমোদের অদ্ভুত গড়নের বাড়ি। কিন্তু সেই বাড়িটির আর দেখা নেই, অথচ সন্ধে হতে চলল। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দূরে চিকচিক করে উঁকি দিচ্ছে স্বপ্নের মতো একটা নদী। তার পাশে একটি বিশাল তাবুর অবস্থান। ব্যস, অমনি স্লেজগাড়ির উপর থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটতে থাকি তাবুর উদ্দেশে।

--সেটা মরীচিকা নয় তো?

--বাহ্, মরীচিকা হতে যাবে কেন? স্বপ্নের নদী কখনও মিথ্যে হয়?

--তা মন্দ বলোনি? স্বপ্নের পোলাওয়ে ঘি বেশি ঢালারই প্রেসক্রিপশন জানা আছে আমাদের।

--কিন্তু এখন তো তুমি আমি বাস্তবের মুখোমুখি, তাই না? তাকিয়ে দ্যাখো বাইরে। রুমের জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই বরফ, ভাবা যায়!

কিন্তু ঋষিতার মজাটা উবে গেল একটু পরেই কেন না কোত্থেকে একটুকরো মেঘ এসে ঘিরে ধরল বরফখণ্ডটিকে। অধীপ বলল, হল তো, রুমে বসে কাঞ্চনজঙঘা দেখা!

ঋষিতা কিছুটা সময় নিষ্প্রভ থেকে হঠাৎ বলল, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। তা হলেও তো মজা কম নয়। জানালার ওপাশে ছোট্ট এক টুকরো ব্যালকনি আছে। বৃষ্টি হলেই দুজনে হাত ধরাধরি করে খুব ভিজব। অধীপ আঁতকে উঠে বলল, এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Where Style
Meets Togetherness.
MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS
Bhaskar Sriniketan
STORE ▸ BEHALA
+(91)-89103 75304/89103 86709 bhaskarsriniketanbehala

ভিজবে?
--বাহ্, ঠাণ্ডা কোথায়? দিব্যি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। এরকম ওয়েদারেই তো ভিজতে আরাম। তারপর চিন্তা নেই, শীত করলে আমি গরম করে দেবখনে। শীত অমনি জানলা দিয়ে হাওয়া।
অধীপ জুলজুল করে তাকায় ঋষিতার দিকে, ঋষিতা কী পারে আর কী পারে না তা এখনও পুরো দেখা হয়নি তার।
কিন্তু মেঘখণ্ডগুলি কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘোরাঘুরি করার পর কোথায় যেন উধাও। রাতের খাওয়া সেরে দুজনে হোটেলের রুমে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ ঋষিতা বলল, কী ফাটাফাটি জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ? মনে হচ্ছে পরীরা নাচ করবে এক্ষুনি।
অধীপ তেরচা চোখে তাকায় হোটেলে বাইরে জিরোতে থাকা জ্যোৎস্নারাশির দিকে, বলল, পরীরা নাচতে শুরু না করলেও তুমি যে নাচতে শুরু করেছ তা দেখতেই পারছি।
--চলো না, জ্যোৎস্নায় দুজনে ভিজি।
--জ্যোৎস্নায় ভিজবে? কী করে ভিজবে। রাস্তায় নেমে গড়াগড়ি খাবে নাকি?
ঋষিতা ভ্রুকুটি করে বলল, রাস্তায় যাব কেন? ছাদে যাই।
--ছাদে এত রাতে?
--রাত কোথায় সন্ধে পেরিয়েছে এই ঘন্টা তিনেক আগে। সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় রাত এখনও যথেষ্ট তরুণী। নাইট ইজ টু--উ-উ-- ইয়াং। চলো না ছাদে?
অধীপ পরিত্রাণ পেতে চাইল, ধুর, ছাদ কোথায়? এই হোটেলে ছাদে যাওয়া যায় নাকি
--কেন যাবে না। আমি একফাঁকে টুক করে দেখে এসেছি ছাদে যাওয়ার সিঁড়িটা, বলে অধীপের হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল, চলো না ছাদে--
বাধ্য হয়ে অধীপকে রওনা দিতেই হয় ঋষিতার ইচ্ছেয়। হোটেলের ছাদাটা তত মনোরম নয়, কিন্তু জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ে আছে সারা ছাদে। ঋষিতা সারা গায়ে জ্যোৎস্না মেখে ঝপ করে বসে পড়ল হাঁটু ভাঁজ করে, বলল, খুব গান গাইতে ইচ্ছে করছে।
--গান?
--হ্যাঁ। এরকম রাতের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে--
অধীপ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সবাই গেছে, শুধু আমরা দুজনই যাইনি। যাই হোক, তুমি যে গান জানো তা তো বিয়ের আগে পাঠানো তোমার বায়োডাটায় ছিল না?
ঋষিতা হেসে উঠে বলল, আমার আরও অনেক কিছু আছে তা বায়োডাটায় হয়তো ছিল না। কিন্তু মশাই, আমি যে-গান জানি তা সবই বাথরুম সঙ্‌। স্নান করতে করতে গাওয়া যায়, আর শুধু হনিমুন ট্রিপে এসে বরের সামনে গাওয়া যায়।
--কেন? শুধু বরের সামনে কেন?
--যেহেতু ধরে নেওয়া যায় নতুন বৌয়ের গানের সুরে এক-আধটু ভুল হলে নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন মিস্টার বর ।
অধীপ হঠাৎ বলল, কিন্তু বর না হয় কিছু বলবে না। কিন্তু দার্জিলিঙের কোনও এক উপকথায় আমি পড়েছি ভুল সুরে গান গাইলে মোরগ ডেকে উঠতে পারে মাঝরাতে।
ঋষিতার আত্মাভিমানে ঘা লাগল হঠাৎ, বলল, তা হলে গান থাক।
গান বন্ধ রাখতেই হল কেন না সারা ছাদ ভরে মারকাটারি জ্যোৎস্না ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে দার্জিলিঙের আকাশে উড়ে এসে জুড়ে বসল মেঘ। এ দেশে মেঘের দাপট একটু বেশিই হয়, ফলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিবর্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠল অধীপ, বলল, যাহ্, তোমার জ্যোৎস্নারাতের বারোটা বাজল বোধহয়। এবার আমাদের দুজনকেও বনে যেতে হবে।
--না যাব না। বৃষ্টিতে দুজনে ভিজব। তুমি বরং দু-একটা জোক বলো।
অধীপ খুসি হয়ে বলল, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে একটা জোক মনে পড়ল। এক নব দম্পতি হনিমুনে গেছে। সুন্দরী বৌ পেয়ে বর তো খুবই ডগোমগো। খুব ভালো বায়োডাটা। সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা, চাকুরিরতা। কিন্তু যা লেখা ছিল না তা হল বৌটা আসলে পাগল।
ঋষিতা অমনি রেগেমেগে উঠে পড়ল চোখে বিদ্যুৎ ঝলকিয়ে। অধীপকে তার ভ্রম সংশোধনের সুযোগমাত্র না দিয়ে। সেই রাতে মেঘের দৌরাত্ম্য ক্রমবর্ধমান হয়, সারা রাত পপাত ধরণীতলে হল বৃষ্টিবিন্দুসমূহ। ভোরে বাইরে বেরিয়ে ঋষিতা আবিষ্কার করে দার্জিলিঙের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

বৃষ্টিস্নাত সৌন্দর্য। ঘুমন্ত অধীপকে ডেকে তোলে, দ্যাখো, দ্যাখো, কী দারুণ লাগছে শহরটা মনে হচ্ছে বরফ পড়েছে। বরফ পড়লে যা হত না!
অধীপ গভীর ঘুমে নিবিষ্ট ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, ওহ্, আমি ভেবেছি কী না কী হয়েছে তুমি যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ তা কী করে বুঝব?
কিন্তু একটু পরেই খবর এল দার্জিলিঙে নয়, কাল রাতে নাকি বরফ পড়েছে গ্যাংটকে। খুব সুন্দর লাগছে গোটা গ্যাংটক শহর। দার্জিলিঙের ট্যুরিস্টরা লোটাকম্বল বেঁধে ছুটছে গ্যাংটকের বরফ দেখতে।
শুনেই ঋষিতার চোখেমুখে রামধনুর সাত রং, বলল, চলো, আমরাও গ্যাংটকে যাই।
অধীপ আঁতকে উঠে বলল, সে কী, কালই চারদিনের ভাড়া গুনলাম এখানে। আবার গচ্চা যাবে টাকাটা
ঋষিতার কোনও ভাবান্তর নেই, যাক না গচ্চা। এত কাছে এসে বরফ পড়ার দৃশ্য জীবনে কি আর দেখতে পারবে? চলো, শিগগির গুছিয়ে নাও সব।
অধীপ বুঝে পাচ্ছে না তার নতুন বৌ কখন কী বলবে। ঋষিতার তাড়ায় আবারও গুছোতে বসল ব্যাগ-বাক্স।
আবার একটা মারুতি ভাড়া করে গ্যাংটকে পৌঁছে গেল দুজনে। যাওয়ার পথে আকাশ মেঘলা সহ ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কিন্তু বরফের ব-ও নেই সেখানে। আবার একটা হোটেলে তিনদিনের টাকা গুনে দিয়ে এসে অধীপ দেখে ঋষিতার মুখ ব্যাজার, মুচকি হেসে বলল, বরফ নেই বলে মন খারাপ? কুমোরটুলিতে বরফ তৈরি হচ্ছে। এখনও এসে পৌঁছোয়নি।
ঋষিতা চোখে আগুন ছুড়ছে দেখে আবার বলল, তা হলে কী করব গ্যাংটকে থাকবে, না এখন বলবে ইউনথাম চলো।
ঋষিতা মুখ গোঁজ করে গিয়ে ঢুকে পড়ল হোটেলের রুমে। বাইরে বেরোতেই চাইল না। বেরোল একেবারে সন্ধের পর রাতের খাওয়ার তাগিদে। বাইরে বেরোতেই শোনে চেঁচামেচি হচেছ কোথাও। ট্যুরে এসে চেঁচামেচি ইত্যাদি শুনলে ছ্যাঁত করে ওঠে বুকের ভিতরটা। অধীপকে জিজ্ঞাসা করল, দ্যাখো তো, কী হচ্ছে বাইরে। অধীপ একটু পরেই ফিরে এসে বলল, কী জানি কী হচ্ছে হয়তো বৃষ্টিফিস্টি হচ্ছে। ট্যুরিস্টরা সব বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। হই হই করে ভিজছে সবাই।
কলকাতার ট্যুরিস্ট গ্যাংটকে এসে বৃষ্টিতে ভিজছে শুনে ঋষিতার যেন কেমন-কেমন ঠেকল হঠাৎ। বলবল, চলো তো, দেখি ব্যাপারটা।
বাইরে বেরিয়ে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ঋষিতা দেখল মানুষের মেলা বসে গেছে হোটেলের চত্বর পেরিয়ে প্রধান রাস্তা পর্যন্ত। সবারই পরনে শীতের ভারী পোশাক। সেই পোশাকের উপর জমে আছে টুকরো টুকরো বরফ। কেউ ভিজছে, ভিজতে ভিজতে নাচছে, কেউ উবু হয়ে বসে বরফ কুড়োচ্ছে ইচ্ছেমতো।
ঋষিতা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, বরফ পড়ছে। বরফ পড়ছে। শিগগির চলো। আমরাও বরফ কুড়োই।
অধীপ শিউরে উঠে বলল, এখন রাতের বেলা বরফ কুড়োবে?

ঋষিতা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল হোটেলের চত্বরে যেখানে নানা বয়সের আরও বহু মানুষ বরফভেজা হয়ে হই হই করছে। ঋষিতার চুলে কপালে কার্ডিগানে ভর্তি হয়ে গেছে বরফকুচি। হাতেও লোফালুফি করছে টুকরো টুকরো বরফ।
অধীপ আর কী করে, তারও সারা শরীর জুড়ে বরফের আস্তরণ। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। ঋষিতা ততক্ষণে তার দিকে ছুড়ে দিচ্ছে বরফের টুকরোগুলি, আর হাততালি দিয়ে বলছে, কী মজা, কী মজা
অধীপ সেই আক্রমণ ঠেকাচ্ছে আর বলছে, আর নয়। আর নয়। বেশি ভিজলে কিন্তু--
ঋষিতা হৈ হৈ করে উঠে বলল, ও কিছু হবে না, দেখছ না বাচ্চাগুলোও কেমন ভিজছে। বরফে ভিজব বলেই তো এত কাণ্ড করা। বলছে আর বরফের টুকরো ছুড়েই যাচ্ছে অধীপের দিকে।

ঘন্টাখানেক এমন বরফকেলি করার পর রণে ক্ষান্ত দেয় ঋষিতা। ততক্ষণে দুজনের শরীরেই বেশ শীত ধরে গেছে। অধীপ রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আজ নির্ঘাত নিউমোনিয়ায় ধরবে আমাদের।

ঋষিতা তার ভাষণ নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, কিচ্ছু হবে না। আজ রাতে বরফে আগুন জ্বালব আমরা। এমন আগুন জ্বালব যে নিউমোনিয়া ছুটে পালানোর পথ পাবে না।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's
ঝাঁজ এমন,
বারবার খেতে চাইবে মন
Shalimar's
MUSTARD OIL
Shalimar's
MUSTARD OIL
Shalimar's
MUSTARD OIL
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
hyperpure

সপ্তর্ষি মন্ডল ও স্বাতী

শোভনলাল আধারকার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রাতের শেষ বাসটা যখন কালভার্টের উপর দিয়ে তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়ে চলে গেল, তখন ক্ষণকালের জন্য জোনাকি-জ্বলা অন্ধকার দূর হয়ে পুরো রাস্তাটা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়, অন্যদিনের মতো, তমাল সিগারেটে শেষ টান দিতে দিতে, চটিতে পা গলিয়ে, আসন্ন রাত্রি-শেষে আগামী ভোরের কথা ভাবতে ভাবতে মাঠ ছেড়ে কালভার্টের উপর উঠে এলো।

শিলালিপির আধারিতেও তমাল বাসের অদ্ভুত নামটা—“মনে রেখো”—পড়তে পারল। কলেজ যাতায়াতের পথে কতবারই তো এই বাসটার সঙ্গে দেখা হয়েছে—কোনদিনই ওর নামটা পড়া বা মনে রাখার কথা মনে হয়নি। অথচ ভালো লাগল, কারণ আগামীকাল সকালে এই বাসটাই হবে “ফাস্ট বাস”। মনে করতে পারল, তিন বছর আগে এই বাসটাই ওকে নিয়ে এসেছিল এখানে। ফাস্ট বাসে করেই আগামীকাল সকালে এখান ছেড়ে চলে যাবে। পড়ে থাকবে তিন বছরের অগোছালো মেসের ঘরটি।

মসৃণ পিচঢালা রাস্তার ‘মার্জিনে’ ইট-সুরকি বিছানো পথে হাঁটতে হাঁটতে বারবার মনের পর্দায় ভাসছিল আজ বিকেলের “বিদায়-অনুষ্ঠান”-এ প্রিন্সিপাল, সহকর্মী আর ছাত্র-ছাত্রীদের আবেগ-ভরা ভাষণের কথাগুলি। প্রবীণ প্রিন্সিপাল আর সহকর্মীদের স্নেহ-মিশ্রিত কথাগুলি মনে পড়ায় মনে বারবার দ্বন্দ্ব জাগছিল—কাজটা কি ‘হঠকারিতা’ হয়নি তো? আজকের চাকরির বাজারে যা মন্দা চলছে, সেই অবস্থাতে হাতে কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া সাধারণ অর্থে ‘হঠকারিতা’র পর্যায়েই পড়ে। গুণ-মুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের করুণ মুখগুলো দেখে একবার তমালের মনেও এ কথাটি যে আসেনি তা নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন—ধীরা, নীলিমা, কল্পনা, সজল, সুশান্ত, মিহির—এরা তো কেঁদেই অস্থির। ওরা ভাবতেই পারছে না কেন ওদের এত প্রিয় অগ্রজ, বন্ধু-সম ‘ডিয়ার টি আর’ ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাই ‘ফেয়ারওয়েল’-এর শেষে সকলের চোখের আড়ালেই চলে এসেছিল এই কালভার্টের মাঠে—যেখানে গত তিন বছরের প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে বসত প্রফেসর তমাল রক্ষিত।

শহরতলির বাইরে, গ্রামের সীমানায় এই কলেজটিতে পড়াতে এসে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের প্রিয় হয়ে গেলেন তমাল রক্ষিত। তাই তমাল যখন হঠাৎ চাকরিতে ইস্তফা দিল, তখন সকলে অবাক না হয়ে পারেনি। কিন্তু তমাল একবারও মুখ খোলেনি—কেন সে এ কাজ করল। ছাত্র-ছাত্রীরা জানে ‘স্যার’ পড়াতে ও পড়তে কত ভালোবাসেন।

চলতে চলতে পকেটে হাত দিল, অন্যমনস্কভাবে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে দু’ঠোঁটের মাঝে চেপে ধরল, দু’বারের চেষ্টায় দেশলাই জ্বেলে আগুন জ্বালিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাথা ছেড়ে উপরে উঠে গেলে তমাল রাস্তার মার্জিন ছেড়ে মেঠো পথে নেমে এলো। অদূরে আলোকিত কলেজ হোস্টেলটা দেখা গেল। তমাল যেন এক পথহারা সমুদ্রযান, আর অন্ধকার সমুদ্রে আলোকিত

হোস্টেল বাড়িটা একটা ‘লাইটহাউস’।
এমনই পথহারা মনে হয়েছিল নিজেকে পাঁচ বছর আগের আর এক সন্ধ্যায়।
রোজকার মতো সেদিনও সন্ধ্যায় প্রিয় বন্ধু সুবীরদের বাড়ি গিয়েছিল। বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন ওর বাবা—ডান দিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বরদা বাবু। রোজই থাকেন। সুবীরের অবর্তমানে বন্ধুরা ‘মজা’ করে “মহাকাল” বলত। এত কষ্টে আজও এক চিলতে হাসি খেলে গেল তমালের মুখে—ছেলে-মানুষী ‘টিন-এজ’ বয়স তখন।
“কে, তমাল? এসো, কিন্তু সুবীর তো কোথায় যেন বেরোল”, ডাকলেন বরদা বাবু।
মনে মনে হেসেছিল তমাল—সুবীরের বাবা কি বোঝেন না যে তমাল সুবীরের সঙ্গে গল্প করতে আসে না—আসে ওর ছোট বোন স্বাতীকে এক ঝলক দেখতে আর সম্ভব হলে দু’-একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে উত্তরে ওর মিষ্টি মুখের এক টুকরো হাসি দেখতে? বরদা বাবু সুবীরের বন্ধুদের মধ্যে তমালকেই বেশি পছন্দ করতেন—বোধহয় ভালো ছাত্র বলে। সুবীর বলেও ফেলেছিল একদিন, “তুই তো বাবার মতে ‘ভাল ছেলে’—আমি নাকি ‘ইউজলেস’।”
হেসে ব্যাপারটা হালকা করে উত্তর দিয়েছিল তমাল, “ছাড়, ভাই, বাবাদের কাছে নিজের ছেলেরা হামেশাই অপদার্থ।”
কলেজ-ফেরত স্বাতীকে রাস্তায় পেয়ে তমাল একদিন বলেছিল মনের কথা—এম.এসসি. পাশ করে চলে যাবে গ্রামের দিকে কোনো ইস্কুল বা কলেজে চাকরি নিয়ে। সেখানে ঘর বসাবে স্বাতীকে নিয়ে। নেহাতই সাদা-মাটা স্বপ্ন। ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিরাট কোনো উচ্চাশা ছিল না তমালের। স্বাতীও ছিল তমালের এই সাদামাটা স্বপ্নের সাথী—ওর সুন্দর নীলচে আভার চোখ দু’টো চকচক করে জ্বলে উঠত তমালের স্বপ্নের ছোঁয়ায়।
ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল তমালকে, “তোমার কলেজে কোনো ‘ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট’-এর চাকরি পাইয়ে দিও আমাকে, নাহ’লে কাছাকাছি কোনো ইস্কুলের প্রাইমারি সেকশনের টিচার তো পেয়েই যাব—কি যাব না?”
তমাল ওর ঠাট্টার কোনো জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, “এই আইসক্রিম খাবে?”
শরীর একটু আদুরে মোটা ধাঁচের হওয়া সত্ত্বেও আইসক্রিমে কোনো দিন ‘না’ ছিল না স্বাতীর। এই দুর্বলতাটা তমাল ভালো করেই জানত, তাই ভেবে রেখেছিল—‘বিয়ের পরে’ ও কোনো কারণে রেগে গেলে ওকে মানাবার সহজ রাস্তা হবে ফ্রিজে সব সময় ওই বস্তুটি মজুত রাখা।
“বস তমাল, সুবীর এখুনি এসে পড়বে”, বরদা বাবুর ডাকে স্বপ্ন ভাঙল তমালের।
“হ্যাঁ, আসছি”, তমাল একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল—ফাঁসির আসামি যেমন বসে থাকে জজ সাহেবের ‘রায়’ শোনার আগে।
“বুঝলে তমাল, শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক করলাম”, তমালের চমক ভেঙেছিল বরদা বাবুর কথায়। মুখ তুলে চাইল তমাল।
বরদা বাবু বলে চলেছিলেন, “তুমি ঘরের ছেলের মতো, তাই বলতে বাধা নেই। আমার বয়স হয়েছে, একটা ‘স্ট্রোক’ হয়ে গেছে—কবে কী হয় জানি না। সুবীরটাও এখনও পর্যন্ত দাঁড়াতে পারল না। স্বাতীর পরে আবার শাশ্বতী আছে। স্বাতীর জন্যে একটা ভালো ছেলে পেয়েছি—ব্রাইট স্টুডেন্ট, বি.সি.এস.

“হ্যাঁ, আসছি”, তমাল একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল—ফাঁসির আসামি যেমন বসে থাকে জজ সাহেবের ‘রায়’ শোনার আগে। “বুঝলে তমাল, শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক করলাম”, তমালের চমক ভেঙেছিল বরদা বাবুর কথায়। মুখ তুলে চাইল তমাল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

CELEBRATING
125
Years
বগলা চরণ কুণ্ডু
স্বাস্থ্যসম্মত রান্নার
নির্ভরযোগ্য সঙ্গী
Shyambazar Five Point
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004
WE HAVE NO BRANCH
7980603470
www.bagalacharankundu.com
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560

পরীক্ষা দিয়েছে। ওদের মোটামুটি পছন্দও হয়েছে স্বাতীকে—"

মাথাটা ঝ-ঝাঁ করে উঠেছিল তমালের—মনে হলো একশোটা হাতুড়ি একসঙ্গে মাথায় ঘা দিচ্ছিল। বরদা বাবুর বাকি কথাগুলো আর কানে যায়নি তমালের—কান বন্ধ হয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। ভদ্রতার খাতিরে আর কয়েক সেকেন্ড অন্ধ-বধিরের মতো বসে থেকে উঠে পড়েছিল তমাল। রাস্তায় নেমে মাতালের মতো টলতে টলতে, কুঁজো হয়ে শরীরের ভার সামলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল। ঘরে ঢুকে বিছানায় আছড়ে পড়ে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। অঝোর কান্নার বন্যায় ভেসে গেল বালিশ আর বিছানা।

একদিন পরেই তমাল দেশ ছেড়েছিল—স্টেশনে যাওয়ার পথে কলেজে গিয়ে স্বাতীর সঙ্গে শেষ দেখা করেছিল। নীরব স্বাতী শুধু তমালের দিকে চেয়ে কেঁদেছিল। চোখ মোছার জন্য তমাল পকেট থেকে রুমালটা বের করে দিয়েছিল। স্বাতীই বানিয়ে দিয়েছিল ওর নাম আর "মনে রেখো" লেখা রুমালটা।

মামার কাছে পাটনায় চলে গিয়েছিল—সেখান থেকেই এম.এসসি. পরীক্ষা দিয়েছিল—প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সোনার মেডেলও পেয়েছিল। পাটনা থাকাকালীন অনেক দিনের সখ বেহালা বাজানোও শিখে নিয়েছিল মামার কাছেই—মামা ছিলেন বেহালার স্থানীয় ওস্তাদ। কলকাতার বড় কলেজে চাকরি পেয়েও সেই অফার ছেড়ে চলে এসেছিল দক্ষিণবঙ্গের শহরতলির এই ছোট্ট কলেজে।

এখানে এসে খুশি হয়েছিল তমাল—এখানকার আকাশ-বাতাসে যেন ওর প্রথম যৌবনে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে কোনো অমিল ছিল না—এখানকার বাতাসে ও পেত শিউলি, বকুল আর রজনীগন্ধার সুবাস। তিরতিরিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীটায় ভেসে বেড়াত হাঁস আর বকের দল। শীতের শুরুতে কিছু যাযাবর পাখিও এসে ঘর বাঁধত এর সবুজে ঘেরা কূলে। বর্ষার প্রথমে ঘন মেঘের পানে চেয়ে থাকতে ভালো লাগত তমালের। হয়তোবা ওই মেঘের মাঝেই খুঁজে বেড়াত ওর হারানো প্রেমকে—ওর স্বাতীকে।

মেঘমুক্ত রাতের আকাশের তারারা কত উজ্জ্বল এখানে আর কত কাছে মনে হতো—যেন একটু বড় করে হাত বাড়ালেই ওদের ছোঁয়া যাবে। ট্রেনে কেনা সস্তা দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে তমাল তারাদের সঙ্গে কথা বলত—হয়তোবা ওর হারানো প্রেম স্বাতীকে খুঁজে বেড়াত ওর নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখ। সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারাদের সঙ্গে ওর একটা বিশেষ সম্পর্ক যেন গড়ে উঠেছিল—ওই মণ্ডলের সবকটি তারার সাথেই যেন ওর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কখনও বা অনেক রাত অবধি আপন মনে বেহালা বাজাত।

কলেজের সময়ের বাইরে, 'স্পেশাল ক্লাস'-এর দৌলতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অল্প সময়েই খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল তমাল রক্ষিত—ওরা আদর করে "মাই ডিয়ার, টি আর" বা শুধু 'ডিয়ার টি আর' নাম দিয়েছিল।

আসলে, তমালের উদ্দেশ্য ছিল কোনো রকমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা—কলেজের কাজ, পড়াশোনা, ছাত্র-ছাত্রীদের স্পেশাল ক্লাসের ভিড়ের মাঝে স্বাতীর স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এসেছিল। বিকালে কালভার্টের মাঠে বসে কিটস, শেলি, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পাঠ করে তার ব্যাখ্যা শুনত ইংরেজির অধ্যাপক সুশোভন মিত্রের কাছে। নাটকীয় ভঙ্গিতে সুশোভন মিত্র মাঝে-মধ্যে 'ওথেলো' বা 'রোমিও-জুলিয়েট' থেকে ডায়লগ বলে সকলকে সম্মোহিত করে রাখতেন। কখনও বা বাংলার অধ্যাপক বঙ্কিম বাবুর মুখে শুনত মনসামঙ্গল অথবা বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগাথা, বা কালিদাস-বর্ণিত শকুন্তলার স্বর্গীয় রূপের বর্ণনা। বঙ্কিম বাবুর পাণ্ডিত্য আর বর্ণন-কৌশল কালভার্টের পাশের মাঠটিকে রঙ্গমঞ্চ বানিয়ে দিত।

ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কলেজ কর্মচারীদের ভিড়ে থেকেও তমাল ছিল একান্ত একা—বিশেষ করে রাতের বেলায় শুধুই নিজের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
খাঁটি ঐতিহ্য, খাঁটি হলুদ গুঁড়ো
Shalimar's®
CHEF
Spices
AGMARK
Turmeric Powder
Available in:
Flipkart
spencer's
zepto
more.
METRO
hyperpure

জগতে বিচরণ করত। ছেলেবেলা থেকে একা থাকার অভ্যাস ছিল, তাই একাকিত্বে ভয় বা অসুবিধা হতো না তমালের। তাই এই নিঃসঙ্গ জীবনের অনুষ্টুপ ছন্দকে শুধু মানিয়ে নেওয়া নয়—ভালোবাসতেও শুরু করেছিল তমাল।

কিন্তু এই নিবিড়, নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক ১৫ই আগস্টের সন্ধ্যায়।

অঞ্চলের নতুন বি.ডি.ও. (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার) সুমন্ত সেন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্থানীয় গণ্যমান্যদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বাংলোতে। পরপর দু'দিন ছুটি পেয়ে বেশিরভাগ প্রফেসর নিজের নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন—কেবল প্রবীণ প্রিন্সিপাল অমল দে

ঠিক সেই সময় পরিচারিকার হাতে চা আর মিষ্টির ট্রে নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং বি.ডি.ও.-পত্নী শ্রীমতী সেন। বি.ডি.ও. চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "এসো, আলাপ করিয়ে দিই।" হালকা ঘোমটার আড়ালে শ্রীমতী সেন সকলকে নমস্কার জানালেন।

আর তমালই উপস্থিত ছিল। তাই প্রিন্সিপালের ইচ্ছায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তমাল ওঁর সঙ্গী হয়েছিল।

প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ হলে প্রিন্সিপাল কলেজের নতুন বাড়ির জন্য সরকারি অনুদানের ব্যাপারটা বি.ডি.ও.-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

বি.ডি.ও. আশ্বাস দিলেন, "আমার মনে আছে স্যার—সদরে আর একবার নাড়া দিতে হবে, তবে হয়ে যাবে।"

ঠিক সেই সময় পরিচারিকার হাতে চা আর মিষ্টির ট্রে নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং বি.ডি.ও.-পত্নী শ্রীমতী সেন। বি.ডি.ও. চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "এসো, আলাপ করিয়ে দিই।"

হালকা ঘোমটার আড়ালে শ্রীমতী সেন সকলকে নমস্কার জানালেন। আগন্তুকরা হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাতে গিয়ে মাঝপথেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো তমালের হাত থেমে গেল—জোড়া করা দু'হাত কোমরের উপর থেকে আর উঠল না। বিস্ফোরিত চোখে দেখল—সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে তারই স্বপ্নসঙ্গিনী স্বাতী, যেন পটে আঁকা একটি ছবি। তমালের হাত মাঝপথেই পাথরের মূর্তির মতো থেমে রইল। স্বাতীও নিস্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে ছিল তমালের পানে।

বি.ডি.ও. সুমন্ত সেন আবহাওয়াটা সহজ করার জন্য স্মিত হেসে বলে উঠলেন, "পরিচয় করিয়ে দিই—আমার স্ত্রী, স্বাতী সেন। আর স্বাতী, এঁরা স্থানীয় বিশেষ গণ্যমান্য কয়েকজন—প্রিন্সিপাল দে সাহেব, প্রফেসর তমাল রক্ষিত, ডাক্তার গৌতম নায়ক, জননেতা প্রশান্ত মাঝি—"

তমালের উপর থেকে মুখ সরিয়ে এক ঝটকায় সকলকে নমস্কার জানাল স্বাতী আর তৎক্ষণাৎ, "এক্সকিউজ মি, এখুনি আসছি", বলে প্রায় দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মেস-বাড়িতে ফিরে বেহালা নিয়ে বসল তমাল; অনেক রাত পর্যন্ত বেহালা বাজাল, তারপর শেষ রাতে প্রিন্সিপালের উদ্দেশ্যে ত্যাগপত্রটা লিখে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

ভোরের স্বচ্ছ নির্মল আকাশ; ভালো করে আলো ফোটেনি তখনও। অজান্তেই তমালের দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল আকাশে—সেখানে উজ্জ্বল শুকতারা জ্বলজ্বল করছিল—কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোথাও স্বাতীকে খুঁজে পেল না।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

AGMARK - GRADE - 1
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
যতদিন রন্ধন
অটুট এ বন্ধন...
শালিমার®
CHEF
শেফ্ মশলা
CUMIN POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
AGMARK
Cumin Powder
A PRODUCT OF INDIA
TURMERIC POWDER COARSE GROUND STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Turmeric Powder
A PRODUCT OF INDIA
RED CHILLI POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Wt. 500g.
AGMARK
Red Chilli Powder
A PRODUCT OF INDIA
CORIANDER POWDER STANDARD GRADE
Shalimar's®
CHEF
Spices
Net Qty: 500g.
AGMARK
Coriander Powder
A PRODUCT OF INDIA
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯২ ই, আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

পদ্মা মেঘনা

অরুণিমা চ্যাটার্জী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এ কাহিনী প্রাক স্বাধীনতা যুগের পটভূমিকায়। গ্রামের নাম মালা। এটা সেই সময়ের কথা, যখন জমিদারদের ছিল দুর্দান্ত প্রতাপ। ইংরেজদের খুশি রেখে, তারা ইচ্ছেমতো গরীব প্রজাদের ওপর নির্যাতন করত। মালা গ্রামেও এমন একজন অত্যাচারী জমিদার ছিল। গাঁয়ে কয়েক ঘর বামুন কায়েত ছাড়া বাকিরা সবাই ছিল তথাকথিত নিম্ন বর্ণের। নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দেবালয়ের ঈশ্বরের থেকেও ওরা অনেক বেশি ভয় করত, হয়তো শ্রদ্ধাও করত ওই প্রতাপ নারায়ণকে। প্রতাপ নারায়ণ বিপত্নীক। একটি মাত্র পুত্র সন্তানকে জন্ম দিয়ে, তার মা ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেছিল পরপারে। প্রতাপ নারায়ণ অত্যাচারী, লোভী, নিষ্ঠুর। কিন্তু তার একমাত্র দুর্বলতা ছিল তার সন্তান। আদর করে নাম রেখেছিলেন সূর্যশেখর। সূর্যের মতোই প্রখর দীপ্তমান সে। অপরূপ অনিন্দ্য সৌন্দর্যে

বাবা মা'র গৌরবের চেয়ে দুশ্চিন্তাই বাড়াতে থাকলো। এই দুটি ছেলে মেয়ে আশ্চর্য রকম ভাবে বন্ধুহীন ছিল। ছেলেবেলা থেকেই ওরা একে অপরকে চেনে। খেলনা বাটি খেলার দিনে সূর্য হত বর, আর পদ্মা তার বউ। প্রতাপ নারায়ণ এর বিন্দু বিসর্গও জানত না।

জমিদার প্রতাপ নারায়ণের নামে বাঘে গরুতে জল খেত একসাথে। দুলে, হাড়ি, বাগদী প্রজারা কিন্তু দায় বিপদে ছুটে আসত এই প্রতাপ নারায়ণের কাছেই। অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, এসবের সাথে ছিল ওদের নিত্য সহবাস। তাই বেশিরভাগ চাষীরাই ছিল ভাগ চাষী। নিজেদের জমি, এমনকি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও বন্ধক রেখে ওরা ভাতের হাঁড়ি চাপাতো ওই প্রতাপ নারায়ণের কৃপায়। তাই

ছিল কিছুটা মেয়েদের পেলবতা। মনটাও ছিল তার বড় কোমল। ঘোর বৈষিক বাবার প্রজা নির্যাতন সে মন থেকে মেনে নিতে পারত না। তাই হাতে তুলে নিয়েছিল বাঁশি। বাঁশি বাজাতো সে। তার সুরের মূর্ছনায় প্রকৃতিও যেন স্তব্ধ হয়ে যেত। জ্যোৎস্না রাতে তার উদাস বাঁশির সুর মালা গ্রামের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতো। সূর্যের একনিষ্ঠ পরম ভক্ত ছিল নিতাই দুলের মেয়ে

Available in:

পদ্মা। গরীবের ঘরে এত রূপ ! বাবা মা'র গৌরবের চেয়ে দুশ্চিন্তাই বাড়াতে থাকলো। এই দুটি ছেলে মেয়ে আশ্চর্য রকম ভাবে বন্ধুহীন ছিল। ছেলেবেলা থেকেই ওরা একে অপরকে চেনে। খেলনা বাটি খেলার দিনে সূর্য হত বর, আর পদ্মা তার বউ। প্রতাপ নারায়ণ এর বিন্দু বিসর্গও জানত না। একমাত্র ছেলেকে উনি ওনার প্রকৃতির বাইরে গিয়েও বেশ কিছুটা প্রশ্রয় দিতেন। তাই পদ্মার জমিদার বাড়িতে যাতায়াত ছিল অবাধ, কিন্তু এই দুই নাবালক নাবালিকা যে হৃদয় বিনিময় ঘটিয়ে ফেলেছে ,তা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। দিন যায়, মাস যায়, ওরা

ছেলে এই প্রথম বার বাবাকে বন্ধু ভেবে মনের কথাটি বলে দিল। প্রতাপ নারায়ণ ছেলেকে ভরসা দিলেন। বললেন, "তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি আর কদিন? পদ্মা মাকে গৃহ লক্ষী করে ঘরে এনে আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। বিলম্ব করার দরকার কি? সামনের মাঘেই একটা ভালো তিথি দেখে তোমাদের চার হাত এক করে দিই।" আনন্দে, উত্তেজনায় এই প্রথম সূর্য নারায়ণ তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল বড় ভালোবেসে, আবেগে। সেদিন কাটলো তার নির্ঘুম রাত। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ভোরের আলো ফোটার। কখন গিয়ে সে বলবে তার প্রিয়াকে এই আনন্দ সংবাদ!

পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়ে গেল নীল আকাশে সূর্যকে আলিঙ্গন করতে। সূর্যের ঘুম ভাঙল। তড়িঘড়ি সে ছুটে চলল সেই মেঘনার তীরে। পদ্মা তো ওখানেই তার অপেক্ষায়। মেঘনা যেন আজ বড় অশান্ত। বড় বড় ঢেউয়ে কিসের যেন অশনি সংকেত! নদী তটে অত লোক কেন?

এখন যুবক যুবতী। পদ্মার মা-বাবার অনেক বারণ সত্ত্বেও পদ্মা কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক চলে যেত সেই মেঘনা নদীর তীরে, যেখানে তার প্রেমাস্পদ বাঁশির সুরে তাকেই ডাকে। ছোট গ্রাম, ঘটনা রটনা হতে বেশি বিলম্ব হল না। ক্রমে ক্রমে কানে গেল প্রতাপ নারায়ণের। শীতের রাতে, প্রদীপের টিমটিমে শিখার নিচে কাঁপতে থাকে দুটি ভীত প্রাণ— পদ্মার বাবা মা। এই বুঝি লাঠিয়ালের লাঠি এসে পড়ল ওদের মাথায়, কিন্তু আশ্চর্যরকম ভাবে প্রতাপ নারায়ণ নিশ্চুপ, যেন কিছুই হয়নি। সস্নেহে ছেলেকে অভয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঘটনার সত্যতা।

শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সূর্য নারায়ণ। ভোরের আলো ফুটল। পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়ে গেল নীল আকাশে সূর্যকে আলিঙ্গন করতে। সূর্যের ঘুম ভাঙল। তড়িঘড়ি সে ছুটে চলল সেই মেঘনার তীরে। পদ্মা তো ওখানেই তার অপেক্ষায়। মেঘনা যেন আজ বড় অশান্ত। বড় বড় ঢেউয়ে কিসের যেন অশনি সংকেত! নদী তটে অত লোক কেন? এসময় তো ফাঁকাই থাকে নদীর তীর। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সূর্য। নদীতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তার পদ্মা। ফোটা পদ্মের মতোই সরল নিষ্পাপ তার মুখ। চোখের পাতায় কয়েক ফোঁটা শিশির বিন্দু। পদ্মা মেঘনায় গিয়ে মিশল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
Launching
soon!

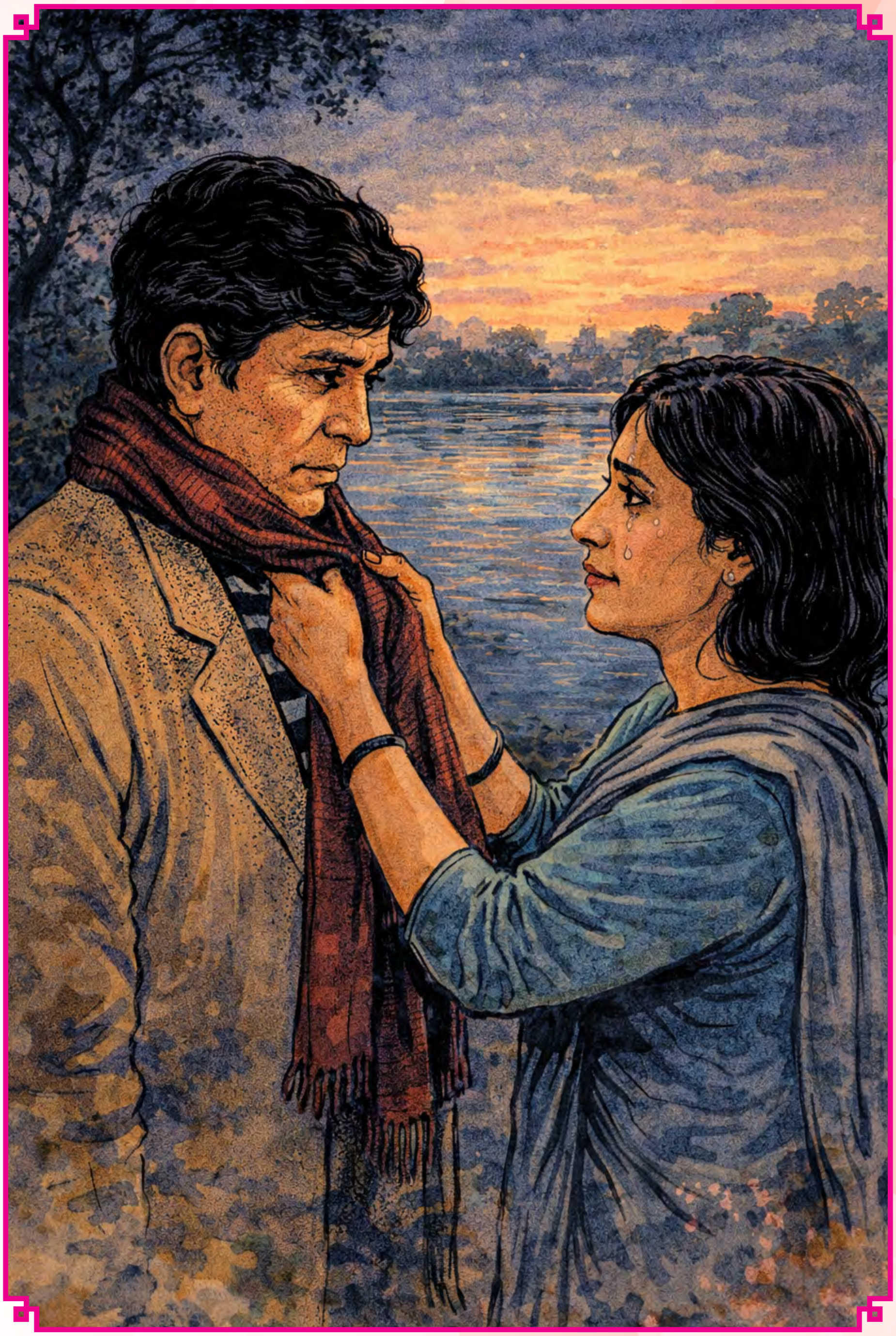

মাফলার

নির্মাল্য বিশ্বাস

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
প্রতিটি চুমুকেই সতেজতা
প্রতিটি পাতায় বিশুদ্ধ স্বাদ!
Shalimar's
DELIGHT
Tastea Cup
Shalimar's
SUPER
Tastea Cup
প্রকৃতির উপহার,
প্রতিটি কাপে!
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

জয়দীপ কাল বেড টি খাবে না, মর্নিং ওয়াকে যাবে না, এমনকি ব্যালকনির চেয়ারে বসে পাখির কিচির মিচির শুনতে শুনতে খবরের কাগজেও চোখ রাখবে না। জয়দীপকে যারা চেনে তারা জানে পৃথিবী রসাতলে গেলেও এই তিনটি নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না ওর। গিন্নি সুরঙ্গমা থেকে নাতনি মৌবনী সকলেই অবাক। অবাক হওয়ার কারণ এভাবে সাতসকালে বেরানো। তবে এমন নয় কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে বেরিয়ে পড়ছে। সবাইকে বলে কয়েই বেরোচ্ছে। এটাও বলেছে, মনে হলে একদিন থেকেও আসতে পারে।

প্রদীপ্ত অবাক। - বাবা তুমি তো কখনো এভাবে একা একা কোথাও যাও না !

- কোনদিন যাইনি বলেই ভবিষ্যতে যাব না, এমন কোন কথা আছে কী? তুমিও তো তিরিশ বছর অবধি বাজার হাট কিচ্ছু করোনি, এখন করছ।

অকাট্য যুক্তি। কিচ্ছুটি বলার নেই।

সুরঙ্গমা গমগমিয়ে উঠল - তা অতো সাতসকালে কোথায় নাচতে যাওয়া হবে শুনি?

- বাটানগর।

- সেখানে আবার ঢলানোর কী আছে?

- জানোই তো আমার জীবনের অনেকগুলো বছর ওখানে কেটেছে। তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

- এতবছর তো একবারও সেখানে যাবার কথা মনে হয়নি। বুড়ো বয়সে এসে আবার পিরিত উথলে উঠল কেন?

জয়দীপ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই রিয়া বলে উঠল - সে আপনি ঘুরে আসুন না বাবা অসুবিধে নেই কিন্তু আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করেই না হয় যাবেন।

- না বউমা, দেরী হয়ে যাবে পৌঁছতে। শহরটাকে একটু ঘুরে দেখব তো!

- তাহলে আপনার ছেলে যাক না আপনার সঙ্গে। অতটা রাস্তা একা যাবেন, কখন কী শরীর খারাপ হয়!

- আমি যথেষ্ট সুস্থ বউমা!

খুব মন দিয়ে নতুন কেনা বার্বি ডলটার চুল আঁচড়াচ্ছিল মৌবনী। চোখ আর কান দু-জায়গায় রেখে কাজ করার কোন স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছে বুঝি পাঁচ বছরের মেয়েটা। পুতুল খেললেও কানটা যে সান্ধ্য আলোচনা চক্রে বন্ধক রেখেছে সেটা বলাই বাহুল্য। ঠাম্মির রসালো কথাগুলো ওর সব থেকে বেশি মনে ধরে কিন্তু এই ধরে রাখার পাত্রটা ওর বয়সের মতই অনেক ছোট। যখন তখন ভর্তি হয়ে যায়। তখন ফস করে কিছু বুলি বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে। তেমনই হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল - মরণ বাড় বেড়েছে বুড়ো। রিয়া চোখ পাকিয়ে তাকালেও সুরঙ্গমা ফিক করে হেসে উঠল। নাতনির কথাটা বেশ মনে ধরেছে ধর বাড়ির গিন্নির।

(২)

মহেশতলা এতোটা বদলে যাবে ভাবতে পারেনি জয়দীপ। সারি সারি দোকানপাট তো গজিয়ে উঠেছেই, সেই সঙ্গে ক্যাফেটারিয়া, হাই রাইজিং বিল্ডিং পর্যন্ত মাথা তুলেছে শহর জুড়ে। আগে ছিল ধু ধু মাঠ, ইতস্তত ছাতিম, পাম আর গুলমোহরের সারি। তার মাঝ বরাবর ছবির মত রাস্তা গিয়ে মিশতো দিগন্তরেখার ঠিকানায়। শীতের শুরুর এই সময়টা সেই রাস্তাগুলো ভরে থাকত হলুদ মেরুন পাতায়। সেই ঝরা পাতার ওপর খসখস শব্দ করে দু'জন তরুণ- তরুণী পাশাপাশি হাঁটত। হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে যেত সবুজ মাঠের মাঝে লাল- সাদা কোয়ার্টারে।

ইচ্ছে হলে দু'জনে সাইকেল নিয়ে চলে যেত গঙ্গার ধারে। বিস্তীর্ণ সবুজ পাড়ে এক ভাঙাচোরা চাতালে পাশাপাশি বসত। ভুটভুটিতে মানুষের আসা যাওয়া দেখত। পাশের এক লরঝরে জেটিতে বাটা কোম্পানীর জাহাজ এসে ভিড়ত। সন্ধ্যা নামার মুখে বিদায়ী সূর্য গঙ্গার জলে রং ছড়িয়ে যেত। আশেপাশের গাছ-গাছালিতে তখন পাখিদের ঘরে ফেরার কলতান। স্নেহলতার কাঁধে মাথা রেখে জয়দীপ শুনত- 'সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো।' শনশন করে একটা উত্তুরে হাওয়া বইত। সেই হাওয়ায় এলোমেলো স্নেহলতার খোলা চুলগুলো আছড়ে পড়ত জয়দীপের নাকে, মুখে, চোখে। জয়দীপ প্রাণভরে টেনে নিত সেই লেবুফুলের অলীক সুবাস।

সন্ধ্যা নামলে উঠত দু'জনে। ওড়না দিয়ে নিজের কান, মাথা জড়িয়ে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ থেকে মাফলার বার করত স্নেহলতা। জয়দীপের হাতে দিয়ে বলত- নাও পরে নাও।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
প্রকৃতির স্পর্শে ফিরুক
ত্বকের আসল উজ্জ্বলতা!
Shalimar's
Moisturizing
Body Oil
200ml
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
hyperpure

জয়দীপ এঁড়ে ছেলের মত তর্ক জুড়ত। -মাফলার পড়ার মত ঠান্ডা পড়েনি এখনও।
স্নেহলতা চোখ পাকাত। -পরো বলছি, ঠান্ডা লেগে যাবে। একে তোমার সর্দির ধাত।
সেসব কী আজকের কথা! প্রায় চল্লিশ বছর আগে এক রূপকথার কাহিনী যেন। তেইশ বছর বয়সে এ শহর ছেড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে গিয়েছিল জয়দীপ। কেন গিয়েছিল এভাবে নিজের শহর ছেড়ে? সেও কী স্নেহলতার জন্য? তাহলে দশ বছর পর কেন আবার অফিস পিকনিকে এসে আতিপাতি করে খোঁজ করল ওর? যদিও সেই স্নেহলতার সুলুকসন্ধান দিতে পারেনি কেউ। সেই চল্লিশ বছর আগেই স্নেহলতা নামের সম্ভাবনার লতাগাছটি ও কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। তারপর যৌবন পেরিয়ে, অপেক্ষার এক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে অতীতের ভাঙচুরগুলো সাজিয়ে দেবার মানুষটাকে দেখবার সুযোগ আচমকাই এসে উপস্থিত হল। খবরটা দিয়েছিল অনুপম। গত পরশুই বাড়ি এসে অনুপম জানিয়েছে স্নেহলতার ফিরে আসার খবর। কোথায় আছে তার সন্ধানও নাকি পেয়েছে। অনুপমের কথা যে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয় তা নয়। ও কান শুনতে ধান শোনে। তার উদাহরণ স্কুলজীবনে অনেকবার পেয়েছে। তবু কেন জানি অনুপমের কথাগুলো ভীষণভাবে বিশ্বাস করতে মন চাইল এখন। মন বলছিল সে ফিরবে, ফিরতে তাকে হবেই।

(৩)

রাস্তার চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা নিল জয়দীপ, সাথে দুটো বিস্কুট। গলা ভিজিয়ে বুক পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা দোকানদারকে দেখাল।
- এটা কতদূর বলতে পারবে ভাই?
- দূর আছে মেসোমশাই। রিক্সা নিয়ে নিন।
পুরোন দিনের স্মৃতিগুলো ভাবতে ভাবতে রিক্সা কখন গোল বাউন্ডারির পাঁচিলওয়ালা এক বাড়ির সামনে চলে এসেছে সে খেয়াল নেই। লোহার গেটের মাথায় টিনের সাইনবোর্ডে লেখা - ‘স্নেহলতা’।
গেট পেরোলেই ফুলের বাগান। সেখানে এক অল্পবয়সী মেয়ে গাছে জল দিচ্ছিল। তার সামনে এসে জয়দীপ দাঁড়াল।
- খুকু, স্নেহলতা সেন কী এখানে থাকেন ?
- হ্যাঁ, এসো আমার সঙ্গে।
বাগানের শেষপ্রান্তে গোটা পাঁচেক ছোট ছোট ঘর। ইঁটের গাঁথনি, তবে টালির চাল। মেয়েটা বাইরে থেকে বলল - ও দিদি, একজন দেখা করতে এসেছে।
যাকে ডাকল সে ‘কে রে?’ বলে একটা চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে এসেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। মেয়েটা দেখল, দিদির কাপ থেকে ছিটকে অনেকটা চা মাটিতে এসে পড়ল। মুখ দিয়ে কথা সরছে না কোন। এক অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মানুষটার দিকে। মেয়েটা এবার তাকাল জয়দীপের দিকে। ওর মুখেও কোন কথা নেই। গলার কণ্ঠনালীটা ওঠানামা করছে শুধু।
মেয়েটা দেখছে দু'জনার চোখ দুটো জলে ভিজে আসছে। কেউই যেন আর এই জগতে নেই। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছল সেই সৌম্যকান্তি নারী।
ধরা গলায় বলল - এসো। এতদিন পর!
পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এল জয়দীপ। হাত বাড়িয়ে মিষ্টির প্যাকেটটা দিল।
- আবার এসব ফর্মালিটি কেন?
- নতুন গুড়ের সন্দেশ। তুমি ভালবাসতে বলে নিলাম।
ভুরু জোড়া কুঁচকে একটু কাছাকাছি হল স্নেহলতার। -তোমার মনে আছে এখনো?
- মনে থাকবে না?
- ভেতরে এসো, ঘরগুলো দেখাই।
স্নেহলতা ঘুরে ঘুরে সব দেখাল। একটা ছোট অফিস ঘর আর তার পাশের তিনটে ঘরে ওর মেয়েরা থাকে আর একটা ঘরে ও নিজে। মেয়ে বলতে ওর নিজের কেউ নয়, আবার নিজের থেকেও অনেক বেশি আপন। অনাথ এই মেয়েদের সকলের কাছেই ও দিদি। খুব বেশি জন রাখার সামর্থ্য নেই। ছ-জন মেয়েই থাকে। এদের কাউকে স্বাবলম্বী করে বিয়ে দিতে পারলে আবার নতুন কাউকে আনার ভাবনা। এভাবেই চলে।
গল্প চলার ফাঁকেই জলখাবার এল। গরম গরম লুচি আর আলু ছেঁচকি, সাথে বোঁদে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LSG MULTISPECIALITY HOSPITAL
আপনার সুস্থতা,
আমাদের প্রতিশ্রুতি !
+91 9836804935
24 HOURS SERVICE
6M57+86G, Ranaghat Rd, Ranaghat,
Kamalpur, West Bengal 741201

- নাও, হাত ধুয়ে খেয়ে নাও। বউ রোজ যত্ন করে খাওয়ায়। আজ গরীব বন্ধুর বাড়ি যা আছে তাই খাও।
- এভাবে গরীব বলে আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার যা আছে, আমার তা নেই।
- নাও নাও আর কথা না বাড়িয়ে খেয়ে নাও। সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ।
খাওয়া দাওয়ার পর বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখল। খুব যত্ন করে কাটা সবুজ ঘাসের ওপর ফুটে আছে হলুদ গাঁদা, থোকা থোকা ডালিয়া আর রঙ বেরঙের চন্দ্রমল্লিকা। তারই মাঝে তাল, সুপারি আর খেজুর গাছের ডাল বেয়ে কাঠবেড়ালিদের ছোটাছুটি চলছে।
দুপুরে আসন পেতে সবাই খেতে বসল। স্নেহলতাই পরিবেশন করছে। ভাত, মুসুর ডাল, আলু পোস্ত, পোস্তর বড়া আর দেশী মুরগীর ঝোল।
পরম তৃপ্তিতে খেতে খেতে জয়দীপ বলল - তোমার এখনো মনে আছে আমি পোস্ত খেতে ভালবাসতাম?
স্নেহলতা উত্তর করে না। দু-চোখ টিপে হাসে। প্রশান্তিটুকু মুখে লেগে থাকে।
দুপুরের খাবার পর্ব মিটতে স্নেহলতা বলল, চলো তোমাকে একটা জায়গা দেখাই। খুব ভাল লাগবে।
পায়ে পায়ে দু'জনে চলল। বেশি দূরে নয়। এই কম্পাউন্ডের পিছনেই একটা শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটের পাশেই একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ বহুদূর পর্যন্ত তার শাখা বিস্তার করে রেখেছে। তকতক করছে ঘাটের সিঁড়ি। পাশাপাশি বসল দু'জনে।
সামনে কুলকুল করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। শান্ত- নির্জন, জনমানবশূন্য। শুধু একটা চোখ গেল পাখি কখন থেকে ডেকে যাচ্ছে।
জয়দীপের মনে হল এই সেই জায়গা যেখানে মানুষের বয়স বাড়ে না, সময়ের কাঁটা থমকে দাঁড়ায়, হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতিগুলো জমা হয়।
এতক্ষণ পর নিরিবিলিতে দু-দন্ড কথা বলার অবসর মিলল। জয়দীপের তর সইছে না।
- তুমি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে স্নেহা?
ঠোঁট কামড়ে নিচু গলায় বলল স্নেহলতা- অজ্ঞাতবাসে ছিলাম বলতে পারো।
- কিন্তু কেন?
স্নেহলতার চোয়াল শক্ত হল একটু।
-আমি চাইনি আমার জন্য তোমার কোন সম্মান নষ্ট হোক। তারপর শেষ বয়সে ফিরেই তো এলাম সেই শেকড়ের টানেই।
জয়দেব তাকাল স্নেহলতার দিকে। চোখে অপরাধীর চাহনি।
-একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছা করছে। ছোট হলেও এই অনাথ আশ্রম চালাচ্ছ। এতজনের খরচ, চলে কী করে?
- আমি পুরুলিয়া চলে গিয়েছিলাম। ওখানে স্কুল মাস্টারি করতাম। ওখানেও দু'জন থাকত আমার সঙ্গে। তারপর রিটায়ারমেন্টের পর এই জমিটা কিনে এখানেই আশ্রম বানাই।
জয়দীপ চোখ সরাচ্ছে না। বুঝতে পারছে ওর কষ্ট হচ্ছে খুব। তবু না জিজ্ঞেস করেও পারল না - বিয়ে করলে না?
স্নেহলতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকায় গঙ্গার দিকে। ভাঁটার টানে ভেসে যাচ্ছে একঝাঁক কচুরিপানা। ইটভাটার সরু চিমনিগুলো থেকে ঘুড়ির সুতোর মত ধোঁয়া উঠছে আকাশে। স্নেহলতার ঘন কালো চোখ দুটো স্থির হল জয়দীপের চোখে। ভেজা নরম গলায় বলল- করেছিলাম তো একবার। তারপর আর কাউকে মনে ধরেনি।
জয়দীপের মনে হল একবার দোলপূর্ণিমায় স্নেহলতার সিঁথিটা লাল আবীরে রাঙিয়ে দিয়েছিল। কী অপরূপ লাগছিল স্নেহলতার মুখটা।
- লাল রঙে আমার বড় ভয় জানো। আজো মনে হয় তোমার দেওয়া সেই লাল আবীর মাথায় লেগে আছে। এখানে ঘষেঘষে সেই রঙ তুলি। পরদিন কেউ এসে আবার রাঙিয়ে দিয়ে যায়।
পশ্চিমের সূর্য গঙ্গার বুকে মাথা রেখেছে তখন। জয়দীপের মনে হল পৃথিবী নামের কোন এক নারী গঙ্গার জলে ধুয়ে দিচ্ছে সূর্যের মাখানো আবীর।
- চলো জয়। সন্ধ্যা নামবে এবার। তোমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এবার।
জয়দীপ হেসে বলল- তোমার এখানে থেকে যেতে বলবে না?
কী সুন্দর একটা লেবুফুলের গন্ধ ভেসে এল। উত্তরে স্নেহলতা হাসল। বলল- আমার যে অতিরিক্ত কোন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
চুলের যত্ন
ঐতিহ্যের সঙ্গে
Shalimar's
AMLA
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

ঘর নেই বন্ধু।
- তোমার ঘরেই না হয় থেকে যেতাম।
সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়েছে জয়দীপ। স্নেহলতার শ্বাস পড়ছে দ্রুত। হৃদপিণ্ডটা বড় তাড়াতাড়ি ওঠানামা করছে। অস্থির স্বরে বলল- সেটা হয় না জয়। সমাজ তখন কী বলবে?
সময়ের মোম কিভাবে যেন গলে গলে পড়ছে। পুড়ে যাচ্ছে জয়দীপের ভিতরটা। চল্লিশ বছর আগে জয়দীপ ঠিক এই কথাটাই বলেছিল স্নেহলতাকে। সেই উত্তুরে হাওয়াটা আজ আবার দিচ্ছে।
জয়দীপের বুকের ভিতর পাতাঝরা অরণ্য। স্নেহলতা সোজাসুজি দাঁড়াল জয়দীপের সামনে। পূর্নদৃষ্টিতে তাকাল। দু'জনের মুখেই অস্তমিত সূর্যের আলো। দু'ফোঁটা জল শিশিরবিন্দুর মত চিকচিক করছে স্নেহলতার চোখে। আর তো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই জয়দীপ ফিরে যাবে নিজের ঘরে, যেভাবে গাছের পাখিরা এখন ঘরে ফিরে আসছে ঠিক সেভাবেই। স্নেহলতা শুধু গঙ্গার পাড়ে এই স্মৃতিটুকু নিয়েই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন।
কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা মাফলার বার করল স্নেহলতা। পরম যত্নে জয়দীপের গলায় সেটা জড়িয়ে দিয়ে ধরা গলায় বলল - এখানে খুব ঠান্ডা। তুমি গলায় কিছু দিয়ে আসোনি। শরীরের প্রতি এখনো অবহেলা রয়ে গেছে তোমার।
- আবার কবে আমাদের দেখা হবে স্নেহা?
- জানি না। হয়তো হবে কোনদিন কিংবা আর কোনোদিনও দেখা হবে না আমাদের। তুমি এই মাফলারটা যত্ন করে রেখো। এটাই আমাকে তোমার সাথে বেঁধে রাখবে আজন্মকাল।

(৪)

জয়দীপ ফিরে চলেছে। স্নেহলতার গেট ছাড়িয়ে, পাতা ঝরা গাছ গাছালি পেরিয়ে, রাস্তার এক অজানা বাঁকে মিলিয়ে গেল।
নঙ্গী রেলস্টেশন থেকে হুহু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে শিয়ালদহের দিকে। জানলার ধারে একটা সিটে চুপচাপ বসে আছে জয়দীপ। অতীতের স্মৃতিগুলো জানলা দিয়ে আসা হাওয়ার মত ঝাপটা মারছে। চল্লিশ বছর আগে এমনি এক শীতের সন্ধ্যায় গঙ্গার ধার থেকে ফিরছিল দু'জনে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক শিশুর কান্নার শব্দ। অন্ধকার তখনো অতো গাঢ় হয়নি। আওয়াজ অনুসরণ করে এগোতেই ওরা দেখল একটা ঝোপের আড়ালে কাপড়ে মোড়া এক দেবশিশু। কে বা কারা ফেলে দিয়ে গেছে জানা নেই। জয়দীপ থানাতেই দিয়ে দিতে বলল বাচ্চাটাকে। স্নেহলতা শুনল না। ও থানার সাথে কথা বলে বাচ্চাটাকে দত্তক নেবে বলে মনস্থির করল। জয়দীপ অনেক বোঝাল।
- এভাবে অবিবাহিত অবস্থায় দত্তক নিতে নেই। সমাজ কী বলবে?
- সমাজ কী বলবে তাতে আমাদের কী যায় আসে জয়? আমরা তো আর কয়েক বছরের মধ্যে বিয়ে করেই নেব। তখন আর কেউ কিছু বলবে না।
সমস্যার সহজ সমাধান করে দিলেও যুক্তিটা ঠিক মনঃপুত হল না জয়দীপের।
- সে তো আরো সমস্যার। লোকে বলবে ওদের বিয়ের আগের বাচ্চা। কেউ শুনবে না যে বাচ্চাটাকে দত্তক নিয়েছ তুমি। কতজন কত কথা বলবে, তুমি ভাবতে পারছ!
স্নেহলতার কঠিন দৃষ্টি থমকাল জয়দীপের মুখের ওপর।
- বুঝেছি তোমার ঠিক কোথায় সমস্যা। তোমার যত সমস্যা সব আমায় নিয়ে। আমি এখানে থাকলেই লোকে বলবে এটা আমাদের বাচ্চা। তার থেকে ভালো আমিই বাচ্চাটাকে নিয়ে তোমার সামনে থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। কেউ আর বদনাম করতে পারবে না তোমার।
তার পরের দিন থেকে স্নেহলতাকে খুঁজে পায়নি কেউ।
অতীতের কথা ভাবতে ভাবতেই চোখ দুটো বর্ষার মেঘের মত ভারী হয়ে উঠল জয়দীপের। সূর্যের আলো নিভে গেছে কখন। একঝাঁক তারা চিনির দানার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আকাশে। স্নেহলতা বলেছে - 'যত্নে রেখো মাফলারটাকে।' মাফলারটার গায়ে কয়েক কুঁচি শিশিরবিন্দু স্পর্শ হয়ে লেগে আছে। মাফলারটা যত্নে থাকলে সেগুলোও যত্নে থাকবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
recipes @
www.milkmaid.in
Suggested recipe
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

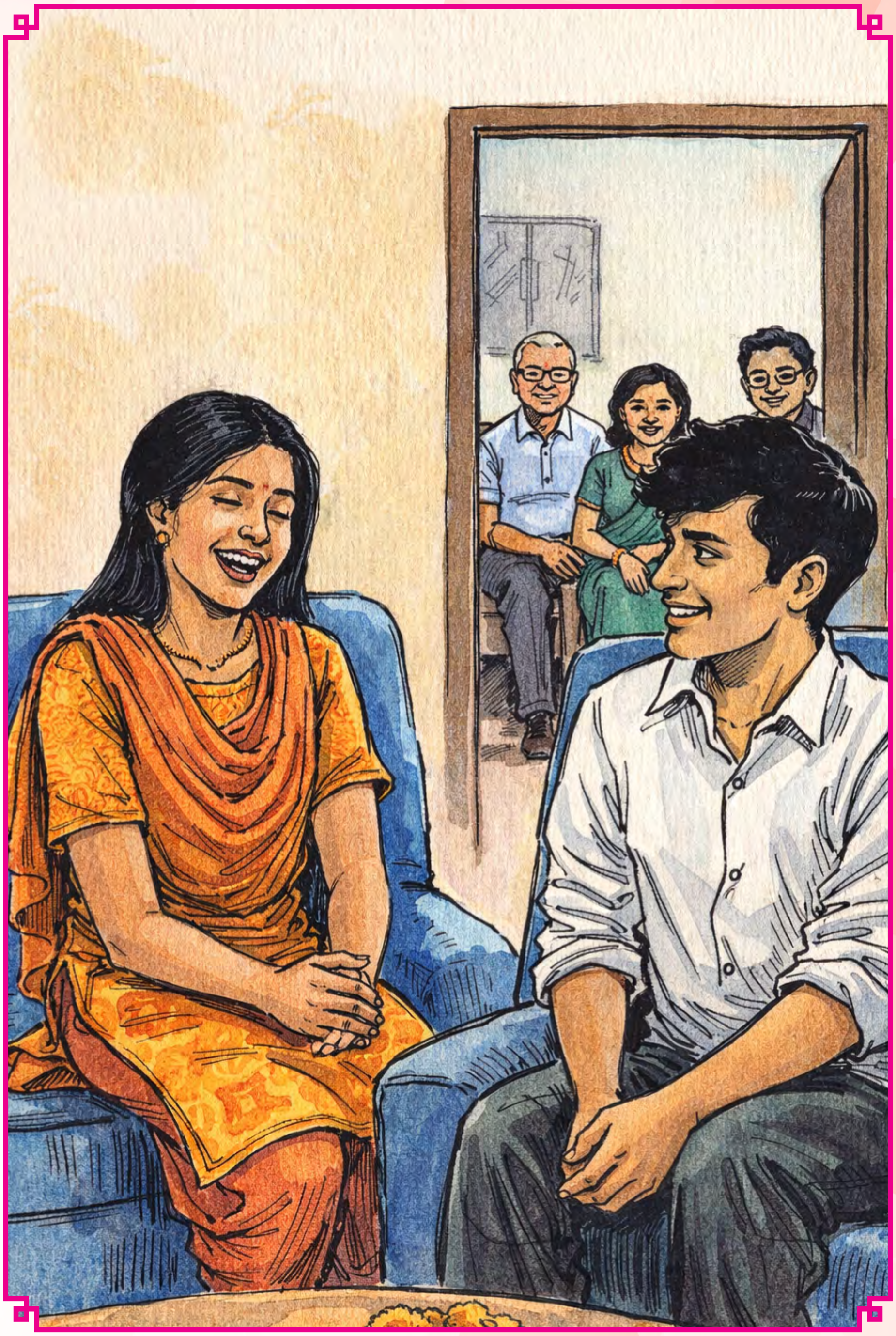

লেডিস সিট

পৃথা ব্যানার্জী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সোনাপুর মোড় থেকে ছুটতে ছুটতে বাসে উঠল মনিকা। এই বাসটা না পেলে দেরি হয়ে যায়। এখান থেকে বাসে আধঘন্টা লাগে ওর অফিস। আজ কিন্তু বাসে উঠেই মাথাটা গরম হয়ে গেল। একটাই লেডিস সিট খালি আছে। তাতে বসে আছে দিব্যি একটা ইয়াং ছেলে। মনিকা বেশ রেগে রেগেই বলল - “এই যে দেখতে পাচ্ছেন না এটা লেডিস সিট? দিব্যি বসে আছেন যে!”

“কোন লেডি নেই দেখেই তো বসলাম ম্যাডাম। কেউ থাকলে কি আর বসতাম?” ছেলেটা মুচকি মুচকি হেসে উত্তর দিল।

“কোন লেডি নেই তাহলে আমি কে?” মনিকার কিন্তু মেজাজের পারদ চড়ছে।

“আপনি তো এই সবে এলেন। উঠবো যে তার কোন টাইম না দিয়েই তো ঝগড়া করছেন।”

“মানে? আমি ঝগড়া করছি? কি যা তা বলছেন বলুন তো?”

ছেলেটি এবার উঠে মনিকাকে বলল -”আপনি আগে মাথা ঠাণ্ডা করে বসুন তো! তারপর যা বলার বলবেন।”

“বলার আর কি আছে আপনাদের? লেডিস সিট পেলেই তো আপনাদের বসতে ইচ্ছে করে।”

“এভাবে বলবেন না ম্যাডাম। সিট খালি থাকলে বসাই যায়।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদেরকে জানা আছে।”

মনিকাকেও যেন আজকে ঝগড়ায় পেয়েছে।
“ম্যাডাম কিছু মনে করবেন না। বাচ্ছাকে কোলে করে কোন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ছেলেরা উঠে বসতে দেয়, লেডিস সিট ভর্তি থাকলে কেউ কিন্তু সাধারণত ওঠে না।”

মনিকাকেও যেন আজকে ঝগড়ায় পেয়েছে।

“ম্যাডাম কিছু মনে করবেন না। বাচ্ছাকে কোলে করে কোন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ছেলেরা উঠে বসতে দেয়, লেডিস সিট ভর্তি থাকলে কেউ কিন্তু সাধারণত ওঠে না।”

“কেন উঠবে না? আপনি বাড়িয়ে বলছেন।”

ছেলেটি এবার মুচকি হেসে বলে -”আপনার সঙ্গে কথায় পারব না ম্যাডাম। হয়তো কোন

Available in: bigbasket Flipkart blinkit spencer's METRO Wholesale zepto more. METRO Cash & Carry SUMO SAVE hyperpure instamart

কারণে আপনি আজকে রেগে আছেন।”
“যদি থাকি কারণটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে যাবো না।”
“আমাকে বলার কোন প্রশ্নই নেই। আচ্ছা আসি ম্যাডাম ভালো থাকবেন।”
ছেলেটি বাস থেকে নেমে যায়। এতক্ষণে মনিকার খেয়াল হয় তাকেও পরের স্টপেজে নামতে হবে। ছেলেটার সঙ্গে কথায় কথায় মনেই ছিল না।

অফিস থেকে ফেরার সময় মনে পড়ল মা বলেছে আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে। কারণটা মনে হতেই আবার মেজাজটা তিতকুটে হয়ে গেল মনিকার। কে না কে তাকে আজ দেখতে আসবে। মা-বাবার মতে খুব ভালো পাত্র। তাকে ছবি দেখাতে চেয়েছিল সে বিরক্ত হয়েই দেখে নি। এখনি সে বিয়ে করতে চাইছে না কিন্তু মা-বাবা সে কথা শুনলে তো!

বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই মা বলল-”তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আজ একটা ভালো শাড়ি পর। ওরা আসবে জানিস তো?”
মাথায় আগুন জ্বলে গেল মনিকার। বেশ রেগেই বলে উঠলো- “একদম নয়। আমি যেমন সালোয়ার কামিজ পরে থাকি তাই থাকব।

বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই মা বলল-”তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে আজ একটা ভালো শাড়ি পর। ওরা আসবে জানিস তো?”
মাথায় আগুন জ্বলে গেল মনিকার। বেশ রেগেই বলে উঠলো- “একদম নয়। আমি যেমন সালোয়ার কামিজ পরে থাকি তাই থাকব। তোমাদের সাধের পাত্রপক্ষ যদি তাতে আমাকে অপছন্দ করে তো করবে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যেমন তেমনভাবে আমাকে মেনে নিতে যাদের অসুবিধা হবে আমারও তাদের কোন প্রয়োজন নেই।”
মা কিছু বলতে গিয়েও মেয়ের রুদ্রমূর্তি দেখে থেমে গেলেন। যাক এই মেয়ে যে ওদের সামনে বসতে রাজি হয়েছে এই অনেক। আজকালকার মেয়েদের তো মতিগতি বোঝা দায়!

কিছুক্ষণ বাদে দরজায় কলিং বেল বাজতে মনিকার বাবা সুজিতবাবু নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ওনারা এসেছেন। ছেলে, ছেলের মা ও বাবা। সুজিতবাবু সাদর অভ্যর্থনা করে ওনাদের ড্রয়িং রুমে বসালেন। একটু পরে মনিকার মা চন্দ্রাদেবীও এসে বসলেন। সবাই মিলে কথাবার্তা শুরু হল। সাধারণ কিছু কথার পর ছেলের মা বলে উঠলেন -”কই এবার আমাদের মাকে ডাকুন। একটু আলাপ করি।”
“হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই” বলতে বলতে চন্দ্রাদেবীও শশব্যস্তে উঠে গেলেন। মনিকাকে গিয়ে বললেন-”ওনারা তোকে ডাকছেন। তুই আমার সঙ্গে মিষ্টির প্লেটগুলো নিয়ে আয়।”
চন্দ্রাদেবী নিজে দুটো মিষ্টির প্লেট নিলেন, মনিকাকে একটা দিয়ে বললেন- “তুই এটা ছেলেকে দিবি।”
মনিকা মায়ের সঙ্গে ড্রয়িং রুমে ঢুকে একবার মুখ তুলে দেখল ছেলে কোথায়।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON
FOR HIM AND HER
#RunwayToEveryday
Lords More
182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).
Contact for more OFFERS
8420173693

চোখাচোখি হতেই চমক সামলাতে গিয়ে তার হাত থেকে পড়ে গেল মিষ্টির প্লেটটা। চন্দ্রাদেবী হাঁ হাঁ করে উঠতে ছেলের মা বলে উঠলেন -"এটা আপনার আমার যে কারুর হাত থেকে হতে পারে দিদি। ওকে কিছু বলবেন না কিন্তু। এই তো দুটো প্লেটে এতোগুলো মিষ্টি আছে। আমরা সবাই ভাগাভাগি করে খেয়ে নেব।"
মনিকা তখন ভাঙ্গা প্লেটের টুকরো আর মিষ্টিগুলো তুলতে ব্যস্ত। তার সঙ্গে ছেলেটিও এগিয়ে এসেছে ওকে সাহায্য করতে।
মনিকার বাবা-মা দুজনেই বলে উঠলেন -"তুমি বসো বাবা তুমি বসো। তুমি কেন করছ?"

সে ঘরে নিয়ে এসে বললেন -"তোমরা নিজেরা কথা বলে নাও। যা জানার জেনে নাও। আমরা ও ঘরে আছি।" বলে চলে গেলেন।

মা চলে যেতেই মনিকা ধপ করে নিজের ঘরের খাটে বসে পড়ল।
"আমিও কি একটু বসতে পারি?"
সুদত্ত অর্থাৎ ছেলেটির কথায় মনিকা গম্ভীরভাবে বলল-"এটা কিন্তু লেডিস রুম, লেডিস সিট।" বলেই খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়লো। সুদত্তর মনে হল হাসি নয়, জলতরঙ্গ বাজছে। এবার সে নিজেই বসে পড়ে বলল-"লেডিস রুমের মালকিনকে

যাক ব্যাপারটা মিটল। আর এক প্লেট মিষ্টিও চন্দ্রাদেবী নিজেই এবার নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ মনিকার সঙ্গে ওনারা নানা কথা বললেন। তারপর ছেলের মা নিজেই বললেন -"এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে একটু কথা বলে নাও। সেটাই ভালো হবে।"

"ও করুক। এইভাবেই তো সবকিছুতে পাশে থাকা উচিত আর এখনকার দিনে কাজের কোন জেন্ডার ভাগ হয় না।"
ছেলের মা বলে উঠলেন। মনিকার ভালো লাগলো ভদ্রমহিলার কথাগুলো। ছেলেকেও দেখা যাচ্ছে উনি ভালো শিক্ষাই দিয়েছেন।
যাক ব্যাপারটা মিটল। আর এক প্লেট মিষ্টিও চন্দ্রাদেবী নিজেই এবার নিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ মনিকার সঙ্গে ওনারা নানা কথা বললেন। তারপর ছেলের মা নিজেই বললেন -"এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে একটু কথা বলে নাও। সেটাই ভালো হবে।"
মনিকার নিজের ঘরে ওদের বসার ব্যবস্থা হল। মনিকার মা নিজে ওকে আর ছেলেকে

কিন্তু আমি ফটো দেখেই মনে মনে আমার মালকিন ভেবে নিয়েছি। আমার ফোটোটা যে রাগ করে দেখাই হয় নি সেটা আমি আজ সকালে বাসে ম্যাডামকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তা রাগ এখনও আছে নাকি?"
মনিকার গালে যুগপৎ খুশি আর লজ্জার আভা। সে শুধু মুচকি হেসে বললো -ধুৎ।"

ওদিকে এদের হাসির শব্দ এ ঘরেও পৌঁছে গিয়েছিল। সুদত্তর বাবা বললেন -"মিষ্টির প্লেটটা পড়ে যাবার কারণটা এবার সবাই বুঝতে পারছেন তো ? ওটা আসলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট ছিল।"
ঘরে উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ইকশানার স্নেহ ছায়ায় নিরাপত্তার সঙ্গে আপনজনের যত্ন !

+91 9147372091 www.ikshanaeldercare.com

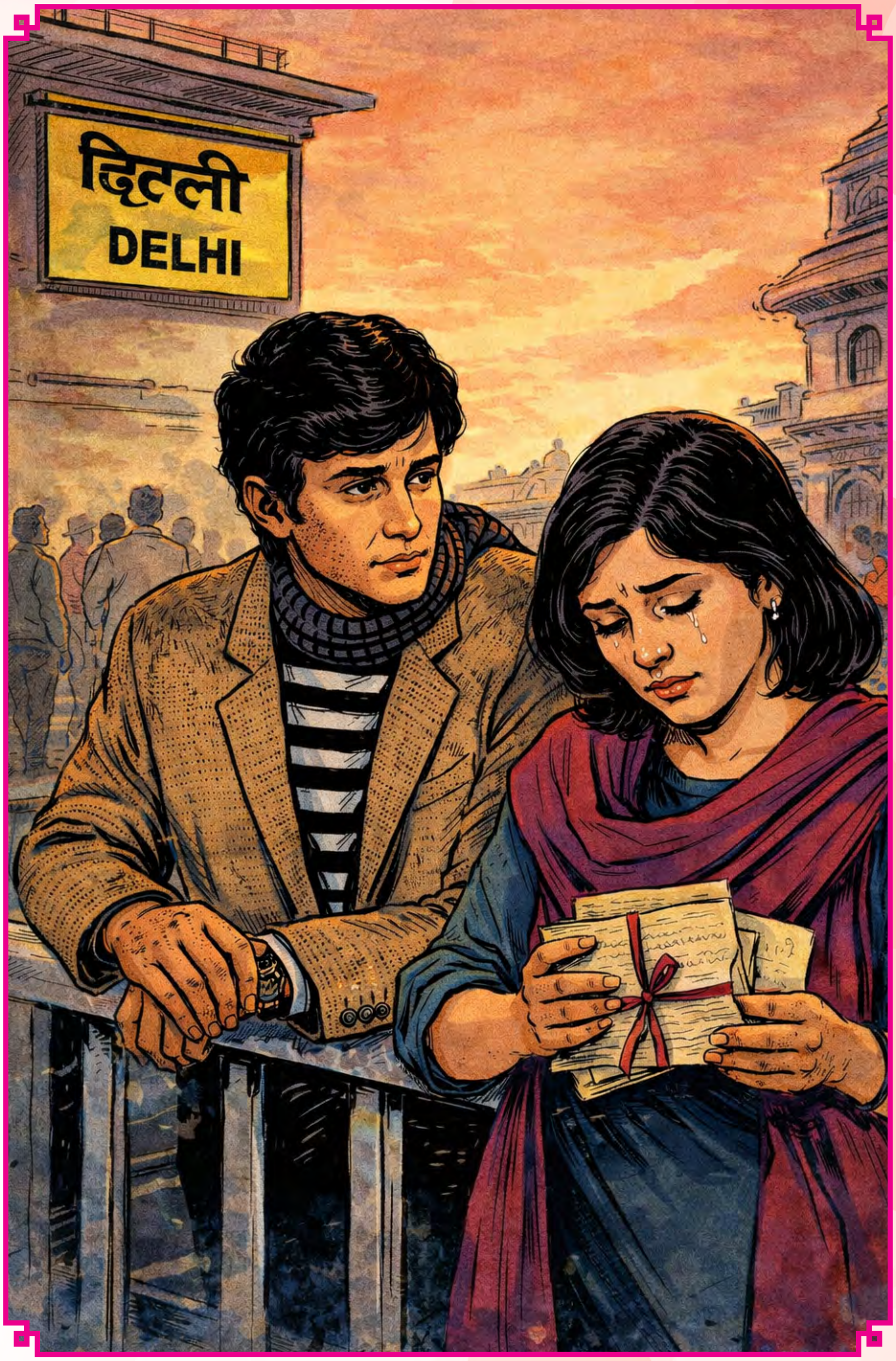

না বলা কথা

সুপ্তা আঢ্য

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বিকেল ৪.১৫ নাগাদ হাওড়া স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের নিজের কূপে গুছিয়ে বসলেন বিখ্যাত আইনজীবী সুরঞ্জন সেন। এসি কম্পার্টমেন্টে ট্রেনের আওয়াজ বিরক্তির সঞ্চার করে না বলেই বোধহয় ট্রেনের দুলুনিতে একটা ঘুম ঘুম আমেজ আসে। জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে আনমনা হতেই স্মৃতিগুলো পরপর জুড়ে মেঘমালার মতো সেজে উঠছিল।

কলকাতার ছেলে সুরঞ্জন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে আইন পড়তে দিল্লীর ল কলেজে ভর্তি হয়েছিল; সে প্রায় বছর কুড়ি আগেকার কথা। আজকের স্বভাবগম্ভীর সুরঞ্জন সেদিন ছিল যৌবনের রঙে রঙিন উচ্ছ্বল এক যুবক।এলোমেলো একমাথা ঝাঁকড়া চুল,গালে হাল্কা দাড়ি আর টানা চোখের ফর্সা, প্রায় পাঁচ ফুট এগারোর ছেলেটা কলেজ, পড়াশোনা, বন্ধুবান্ধব, আড্ডায় মেতে হেসে খেলে কাটাবে ভাবলেও থার্ড ইয়ারে অন্য কিছু অপেক্ষা করছিল।

ফার্স্ট ইয়ারের নতুন ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা ফ্রেশার্সের প্রিপারেশন শুরু করে দিল। একদিন ফার্স্ট ইয়ারের ডিপার্টমেন্টে ওদের সাথে ইনট্রো শুরু করতে সিনিয়রদের আন্তরিকতায় খুব সহজেই মিশে গিয়েছিল ওরা। হঠাৎ সুরঞ্জনের চোখে পড়ল লাস্ট বেঞ্চের মেয়েটা চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে আছে। একটু অবাক হয়ে ওর কাছে গিয়ে 'হাই' বলতেই মুখ ঘুরিয়ে মিষ্টি করে হাসতেই ওই চোখের গভীরে হারিয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য; হঠাৎ পলাশের ডাকে যে অপ্রস্তুতের হাসি হেসেছিল, তা দেখে বন্ধুরা জোরে হেসে উঠতেই কপট রাগে বাইরে চলে এসেছিল। পলাশের প্রশ্নে প্রথমে এড়িয়ে গেলেও পলাশের জোরাজুরিতে স্বীকার করে নিল ওর সত্যিই ভালো লেগেছে; কিন্তু কী লাভ! হোয়্যার অ্যাবাউটস তো কিছুই জানেনা। পলাশ আশ্বস্ত করলেও মন কিছুতেই মানছিল না। হাজারো প্রশ্ন মাথায় ভিড় করে আসছিল।

প্রোগ্রামের প্রায় শেষে বন্ধুদের জোরাজুরিতে মাউথ অর্গ্যানটা নিয়ে স্টেজে উঠে ইতিউতি তাকাতেই খুঁজে পেয়ে গেল; ওর দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। এই চাহনির সামনে বোবা হয়ে যাচ্ছিল সুরঞ্জন। মাউথ অর্গ্যানে মান্না দে'র একটা গানের সুর তুলেছিল ও।গান শেষে ওর দিকে তাকাতেই মনে হল ও চোখের না বলা ভাষা হাতছানি দিচ্ছে সুরঞ্জনকে। সুরঞ্জনের চোখেও একটা ঘোর! স্টেজ থেকে নামতে ফার্স্ট ইয়ারের অনেকে ঘিরে ধরলেও ওর চোখ যাকে চায় সে ভিড়ে গা না ভাসিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছিল। সুরঞ্জনের ইচ্ছে করলেও মুখে সাড়া জোগাচ্ছিল না।

বেশ কিছুদিন পর পলাশ ওকে যার সামনে নিয়ে গেল তাকে দেখে সুরঞ্জন জাস্ট বোবা! পলাশ ওদের নিজেদের মতো করে থাকার সুযোগ করে দিয়ে কখন যে চলে গেছে ওদের হুঁশই হয়নি। হঠাৎ অপর দিকের মানুষটা বলে উঠল, আপ বহৎ আচ্ছে মাউথ অর্গ্যান বাজাতে হো। মুঝে অর একদিন শুননা হ্যায়... অকেলে।

জরুর শুনায়েঙ্গি। এক বাত কহুঁ?

ম্যায় তো কবসে ইন্তেজার কর রাহি হুঁ কুছ শুননে কে লিয়ে।

মানে?

আপ বাঙ্গালী হো?

হাঁ, কিঁউ! মুঝসে বাত নেহি করেঙ্গে?

আভি সে তো অওর জাদা বাত করেঙ্গে।

মেরি মা বাঙ্গালী হ্যায়।

আমরা বেঙ্গলীতে কোথা বলতে পারি না?

তোমাকে কী নামে ডাকব?

হামার নাম সুনয়না আছে। অওর তুমি সু-র-ঞ্জ-ন দাদা।

অনেকক্ষণ থেকেই সুনয়নার নরম হাতটা ওর হাতের মধ্যেই ছিল। 'দাদা' শুনে হাতটা এক ঝটকায় ছেড়ে বলল, কোই দাদা নেহি, ওনলি সুরঞ্জন।
লজ্জায় মুখ নামাতেই ও বলল, তুমি জানো, প্রথম দিনেই তোমার চোখে হারিয়ে গেছিলাম।

-ইতনা টাফ বেঙ্গলী!

সুরঞ্জন হেসে বলল,ম্যায় খো গয়া থা তুমহারে আঁখো মে।

ম্যায় ভি।

মতলব!

মুঝে ভি খোনা হ্যায় তুমহারে আঁখোমে।

স্থান, কাল ভুলে সুরঞ্জন জড়িয়ে ধরল ওকে। সেদিন বলতে পারেনি,য়কিন্তু আজ বোঝেন, সুনয়না আজও ওনার ভালোবাসা। গরম জলে টি ব্যাগটা ডুবিয়ে আয়েস করে চায়ে চুমুক দিতেই পলাশের গলাটা বহুদূর থেকে শুনতে পেল।
-সাম হো গ্যয়ি, ঘর নহি জায়োগি?

সুরঞ্জন ওর কপালে ভালোবাসার চিহ্ন আঁকতেই ওর বুকে মুখ লুকোলো সুনয়না।

কিছুক্ষণ পর সুনয়না চলে যেতেই একটা অদ্ভুত আবেশ সুরঞ্জনকে ঘিরে রইল। কাউকে ভালোবাসার আবেশ যে এতটা সুন্দর, সেটা জানা ছিল না ওর। এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হস্টেলে ফিরে চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল ও।

সুরঞ্জন বাঙালি হওয়ায় সুনয়নার মা একটু অন্য চোখেই দেখতেন ওকে। সু'র বাবা-মা ওদের সম্পর্কটা বেশ ভালোভাবে মেনে নিলেও সুরঞ্জন বাড়ীতে কাউকে কিছু জানায়নি। রাশভারী প্রকৃতির মানুষ সুরঞ্জনের বাবা ছিলেন কলকাতার বড় উকিল। বাড়ী হোক বা কোর্ট, কোথাও কারোর সাহস হত না ওনার মুখের ওপর কথা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বলার।

হঠাৎ ট্রেনটা থামতে বাস্তবের মাটিতে ফিরে এলেন সুরঞ্জন সেন। কোনো একটা স্টেশনে ট্রেনটা থেমেছে। ঘড়ির কাঁটা এখন রাত দশটায়। ফয়েলে প্যাকড খাবারটা খেতে ইচ্ছে করছিল না একেবারেই। বদলে উইদাউট সুগার এককাপ ব্ল্যাক কফি পেলে বেশ হতো। প্যান্ট্রি কারের ছেলেটাকে ডেকে রিকোয়েস্ট করতে ও আনতে যেতেই সুরঞ্জনও বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে বাইরের অন্ধকার প্রকৃতিকে দেখতে লাগলেন। মাঝেমধ্যেই সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারে ছোট ছোট সোনার কুচির মতো জ্বলেই নিভে যাচ্ছিল। বেশ লাগছিল সুরঞ্জনের। খোলা হাওয়ায় এলোমেলো চুলগুলোর মতো ভাবনাগুলোও ছিল বড্ড এলোমেলো। সিগারেটের ধোঁয়ার রিংটা ওপরে ছেড়ে বাকিটুকু ফেলে ব্ল্যাক কফিটা বানিয়ে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করতেই যোজন দূর থেকে সুনয়নার গলা...
কাল তুম চলা যায়েগা না? তুমহারে বিনা ক্যায়সে গুজারু ম্যায়!

মাথা নীচু করে বসেছিল সুরঞ্জন। সু'কে ছেড়ে যেতে বুকের ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছিল ওর। নিজের কষ্ট লুকোতে সুনয়নাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরেছিল। সুনয়নাও শেষবারের মতো ওর কবোষ্ণ বুকের ওমে নিজেকে ভরিয়ে নিচ্ছিল।
রঞ্জন, মুঝে ভুল তো নেহি যাওগি?

নিজের বুকের মাঝে একেবারে মিশিয়ে নিয়ে বলল, তুম মেরি শ্বাস হো সু। ম্যায় এভরি উইকমে চিটঠি ভেজুঙ্গা।

আই উইল ওয়েট ফর ইউ। জলদি জলদি পড়াই খতম করকে মেরে পাশ আনা রঞ্জন।

সুনয়নাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁটটা মিশিয়ে দিল সুরঞ্জন। সেদিন প্রিয়ার চোখের জল অধরসুধার সাথে মিশে এক অন্য আস্বাদনের অনুভূতি এনে দিয়েছিল যা আজও চোখ বন্ধ করলেই অনুভব করতে পারে।

কফিটা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলেও কষা ভাবটা জিভে এখনও লেগে আছে। হাতঘড়িতে দেখল মধ্যরাত পার হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। কী অদ্ভুত ভাবে রাতের নীরবতা ভেদ করে আপন গতিতে ডেস্টিনেশনে এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা। ঘষা জানালার কাঁচের ভেতর থেকে বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারে আলেয়ার আলোর বিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

আজকের রাতটা বহু বছর পর এসেছে সুরঞ্জনের জীবনে। প্রতিটা রাত একা থাকলেও সারাদিনের পরিশ্রমের পর দুচোখ জুড়ে ক্লান্তির ঘুম নেমে আসে। আজ ক্লান্তি থাকলেও চোখ ঘুমহীন। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করতেই মায়ের মুখটা ভেসে উঠল।

কয়েকটাদিন পর কতদূর চলে যাবি। ইচ্ছেমতো আসতেও পারবি না। এর থেকে হস্টেলই ভালো।
তুমি এরকম করলে যাব কি করে? তাহলে কী এখানেই বাবার জুনিয়র হিসেবে কাজ শুরু করব?

তোর বাবার স্বপ্ন তোকে ব্যারিস্টার হতে দেখা।

তোমার স্বপ্ন!

ভালো মানুষ হওয়া যে অন্যের ফিলিংসকে সম্মান দেবে।

কয়েকদিন পর থেকেই বাড়িতে মন টিকছিল না ওর। বাড়ীর ফোনে কলার আইডি থাকায় বুথ থেকেই ফোন করে সু'র গলাটা শুনতে হতো। হাতখরচটুকু ফোনেই চলে যেত, সিগারেটের পয়সাটুকুও থাকত না। এস টি ডি কলের চার্জ কখনোই ওদের প্রেমের সময়টা বুঝত না।

দিল্লীতে থাকতেই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন ওর বাবা। সুরঞ্জনও এন্ট্রান্সে স্কলারশিপটা পেয়ে যেতে একমাসের মধ্যেই ওকে তল্পি গোটাতে হল লন্ডনের পথে। যাওয়ার আগের দিন মায়ের কাছে এক্সট্রা টাকা নিয়ে সুনয়নার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছিল। ঠিক করেছিল, চিঠি লিখবে একে অপরকে। চিঠির পাতায় হাত বুলিয়ে উষ্ণ স্পর্শসুখ অনুভব করতে পারবে! যা দুজনের কেউই কল্পনা করেনি, ওটাই ওদের শেষ কথা।

লন্ডনে পৌঁছেই একটা লম্বা চিঠি লিখেছিল প্রিয় সু'কে।কয়েকদিনের মধ্যে উত্তরও পেয়েছিল। প্রায় বছর দেড়েক সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও হঠাৎ করেই চিঠির উত্তর আসা বন্ধ হয়ে গেছিল। শুধুমাত্র একটুকরো আশায় নিয়মিত চিঠি পাঠিয়ে সুরঞ্জন ছটফট করত সু'র কাছে যাওয়ার জন্য।

ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে প্র্যাকটিস শুরুর আগে বাবার অনুমতি নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল সুনয়নার কাছে। কলিং বেল বাজাতে এক অপরাচিতা মহিলা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, বোলিয়ে, কেয়া চাহিয়ে আপকো?

বেশ অবাক হয়ে সুরঞ্জন সু'র কথা ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। শুধু জানালেন, কাউকেই উনি চেনেন না। দিশেহারা সুরঞ্জন মাথা নীচু করে চলে আসার উপক্রম করতেই ভদ্রমহিলা হঠাৎ বলে উঠলেন, আপকা শুভনাম সুরঞ্জন হ্যায় ক্যায়া? চোখ ভরা আশা নিয়ে তাকাতেই ভদ্রমহিলা ভিতর থেকে একগোছা চিঠি ওকে দিয়ে বললেন, ইয়ে সারি খত্ আপনেহি ভেজা না?

আরও যে দুঃখ পাওয়ার আছে তা কল্পনাতেও আসেনি ওর। চিঠির গোছাটা নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল, গত কয়েক বছরে ওর পাঠানো চিঠিগুলো না খোলা অবস্থাতেই রয়েছে। চিঠির প্রাপক কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। নিজের লেখা চিঠির ভার যে এতখানি,তা কল্পনাতেও আসেনি ওর। কোনোরকমে চিঠিগুলো নিয়ে পরাজিত সৈনিকের মতো ফিরে এসেছিল সুরঞ্জন। পলাশকে ফোন করে সবটা বলতে ও অনেক কথা বললেও সুরঞ্জনের কানে কিছুই যাচ্ছিল না। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো ও নিজেও খুঁজছে। যে এই উত্তরগুলো দিতে পারত,সে কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। যে নিজে হারিয়ে যায় তাকে খুঁজে পাওয়া বড্ড কঠিন।

দিল্লী থেকে ফিরে এসে বহুদিন কাজে মন বসাতে পারেনি। এক লহমায় ওর জীবনটা থমকে গেছিল। তবে আস্তে আস্তে সময়ের স্রোতে পলি পড়ার মতো ওর মনেও পলি পড়ছিল। সময়ের সাথে সাথে সুনয়নার স্মৃতি থিতিয়ে এলেও সময়ের স্রোত তাকে মন থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। যদিও শেষ পর্যন্ত মায়ের জেদের কাছে হার স্বীকার করে মাধুরীর সাথে জীবনটাকে জড়িয়েছে। তবে সম্পর্কে সেই উষ্ণতা ছিল না। তবে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে কোনো অবহেলা ছিল না। খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেও সম্মানের খিদে মেটেনি ওর। যতদিন এগোচ্ছে আরও বেশী বেশী করে কাজের নেশা পেয়ে বসছে ওকে। বেশ ছিল নিজের জগতে, কিন্তু গত সপ্তাহের পলাশের ফোন আর কলেজ রিইউনিয়নের ইনভিটেশন সবকিছু পাল্টে দিয়েছে। এতবছর পর পলাশের ফোন পেয়ে একটুও অবাক হয় নি ও।

রিইউনিয়ন মে তুম যায়োগে তো?

সব কাম ছোড় কর্ তু যায়েগা ?

কিঁউ নেহি?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ম্যায় নেহি যাউঙ্গা; ম্যায় উঁহা যানা নেহি চাহাতা।

পর তুমহে যানা চাহিয়ে। উঁহা সুনয়না আ সকতি হ্যায়।

উসসে ক্যয়া হোগা। জিস্ দিন্ মেরা লিকখা হুয়া সারে খত্ লেকর লট আয়া, উসহি দিন সে যো পল্ ম্যায় গুজারা, উসকা ক্যয়া হোগা! ম্যায় নেহি আউঙ্গা।

কুছ নাহি জাননা চাহোগি?

শেষ অব্দি পলাশের যুক্তির কাছে হার মেনে কলেজের রিইউনিয়নে যেতে রাজী হল সুরঞ্জন।

জানালার পর্দাগুলো টানা থাকায় কখন যে সকাল হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি ও। পর্দাটা সরাতেই ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের আলোয় ভরে উঠল ভেতরটা। গতরাতের ফ্লাস্কের জল দিয়ে সকালের প্রথম কফিটা বানিয়ে মি টাইমটা বেশ উপভোগ করছিল ও।

দিল্লী পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের রুমে পৌঁছে যাকে দেখল, সেদিনের সেই লম্বা, রোগা ছেলেটার সাথে আজকের এই মাঝবয়সী মোটাসোটা স্বল্প চুলের ভদ্রলোকটিকে মেলাতেই পারত না যদি না হাসিটা দেখত।

তু ইতনা মোটা ক্যায়সে হো গয়া? কিতনা দুবলা থা তু, ইয়াদ হ্যায় তুঝে!

আরে,পহলে অন্দর তো আ।

ঘরে ঢুকে দেখল পলাশ একটা স্যুইট বুক করেছে। ব্রেকফাস্ট আর চায়ের সাথে দুজনে পুরোনো কথা শুরু করলেও সে আলোচনা শাখা বিছিয়ে দুপুরে; একসাথে লাঞ্চ সেরে পলাশ বিছানা দখল করল। আর সুরঞ্জন ব্যাগ খুলে একটা পার্সেল বের করে ছোট ব্যাগে রেখে সোফায় বসে মেল চেক করতে লাগলেও ওর মন যে

কোন সুদূরে তার খোঁজ একমাত্র ওই জানে। সময় এগোনোর সাথে সাথে বেশ অস্থির হয়ে উঠছিল ও।

হোটেল থেকেই একটা ক্যাব বুক করে কলেজের সামনে পৌঁছে দেখল বন্ধু বান্ধবরা ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পে মেতে উঠেছে। নিউ জেনারেশনের কাছ থেকে পাওয়া উষ্ণ অভ্যর্থনা বেশ ভালোই লাগছিল। বন্ধুরা এগিয়ে যেতেই পাশের পায়ে চলা পথ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একসময়ের সুখ দুঃখের সঙ্গী গাছের বেদীটায় বসল সুরঞ্জন। স্টেডিয়ামের দিক থেকে অনুষ্ঠানের আওয়াজ ভেসে এলেও এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। এখানের আলো আঁধারি পরিবেশে একা বেশ ভালো লাগছিল ওর। হঠাৎ পাশে কারোর উপস্থিতি বুঝতে পেরে চমকে তাকিয়ে যাকে দেখল অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখে বেশ অবাকই হল সুরঞ্জন। সেদিনের ছিপছিপে চেহারার মেয়েটা আজ একটু পৃথুলা যা বয়স আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই। কোমর ঘেরা চুলের বদলে আধুনিক ফ্যাশানের হেয়ার কাটিং কাঁধ ছুঁয়েছে। ক্যায়সে হো রঞ্জন? মুঝে মাফ কর পায়োগি?

তুমহে যো আচ্ছি লগি ওহিঁ তো কিয়া। ফির মাফি কিঁউ?

মুঝে মওকা নহি দোগি কুছ বোলনে কি?

ক্যয়া বোলোগি তুম! আজ ইতনে দিনো কি বাদ ক্যয়া করুঙ্গা মে উও সব শুনকর! ম্যায় উস্ পলকো জি লিয়া সুনয়না; অব কুছ শুননে সে উও পল্ মিট্ নহি যায়েগা।

একবার মেরে বাত শুনলো! ম্যায়নে ভি দর্দ সহা সুরঞ্জন!মেরি মজবুরি কিসকো বাতাউঁ ম্যায়?

কিসিকো নেহি...কুছ বাত, কুছ পল্, কুছ দর্দ সির্ফ আপনা হোতা হ্যায়। উসকো আপনে পাশ রাখো।

তুম মুঝে আপনে নামসে নেহি বুলাওঙ্গে? একবার বোলো না রঞ্জন, ম্যায় তরস খা গয়ি উস নাম শুননে কে লিয়ে।

সুনয়নার কথায় এমন কিছু ছিল যা শুনে এত বছর পরেও ভেতর থেকে শিহরিত হচ্ছিল ও। যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমহারে কুছ চিজ্ মেরে পাশ হ্যায়। ইয়ে লো।

ক্যয়া হ্যায় ইস পার্সেল মে?

খুলকর দেখো।

কিছু না বলে পার্সেলটা খুলতেই একগোছা চিঠি উঁকি দিল ভেতর থেকে।কাঁপা হাতে চিঠিগুলো বের করে তারিখ দেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুরঞ্জনের দিকে। আধো অন্ধকারে সুনয়নার জল ভরা চোখ দেখে গলার কাছে কষ্টটা দলা পাকিয়ে আসছিল সুরঞ্জনের। কাঁপা গলায় বলল,ক্যয়া হুয়া সু?

তুম লট কর ইঁহা আয়েথে?

হাঁ, ইয়ে সব থা উঁহা, সির্ফ তুম নেহি থি সু।

ম্যায় কুছ বোলনা চাহতি হুঁ।প্লিজ শুনো না রঞ্জন।

কওন সা বাত! কিঁউ চলি গ্যয়ি থি মুঝে ছোড় কর... তুমহারি মজবুরি ...ইয়ে সব না? উস পল্ ইয়ে সব কিঁউ নহি সোচা? কিঁউ নেহি বাতায়া মুঝে? চিটঠি পে তো বোল সকতি থি? আজ শুনকর্ ক্যয়া করু ম্যায়?অব হম দোনোকা দুনিয়া অলগ; ম্যায় চহা করভি কুছ নহি কর পাউঙ্গা। ভালো থেকো সু।

তুমভি ভালো থেকো।
ম্যায় খুদকো লেকর জিলুঙ্গি আনেওয়ালা পল্।টেক কেয়ার।

সুনয়নার হাত থেকে নিজের হাতটা টেনে নিয়ে ওর চোখে একবার তাকিয়ে চলে এল সুরঞ্জন। পিছনে তখন সুনয়না চিঠিগুলো হাতে নিয়ে ওর যাওয়ার পথের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বসন্ত গোধূলি

দেবনারায়ন দাস

অনন্ত নীলাকাশ আর বসন্ত প্রেম,
শুরু থেকে শেষ হয় না,
সূর্যের ভাষা
কত আলো, কত সুর,
কত কত ঝরেছে ভাষা রেনু,
গোধূলিমন্থনে তাই পূবালী ভালোবাসা।

ধূলোমাখা সূর্য্যের হরিৎ বর্ণ রঙ,
কাঁসর ঘন্টা বাজে, ললাটে সিঁদুর,

সুন্দর সন্ধ্যার স্বর্ণালী কবরী,
রূপ যেন রাধারানী যুবতী, আহা মরি, মরি।

কনক আঁচল খানি লুটায়ে চলিছে,
বেধে যায় মাঝে মাঝে বকুল কাননে।

গোধূলিমন্থন তখনও বৃন্দাবন, কুঞ্জবনে।
ময়ূর পেখম তুলে নেচে ওঠে,
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাঁশি অভিসারে ধায়।
শ্রীরাধার শ্রীচরণ তখন ধৌত যমুনায়।

গোধূলিমন্থন সবই শ্রীরাধার আপন,
যমুনার ঘাটে তখন জল জ্যোৎস্না ধায়,

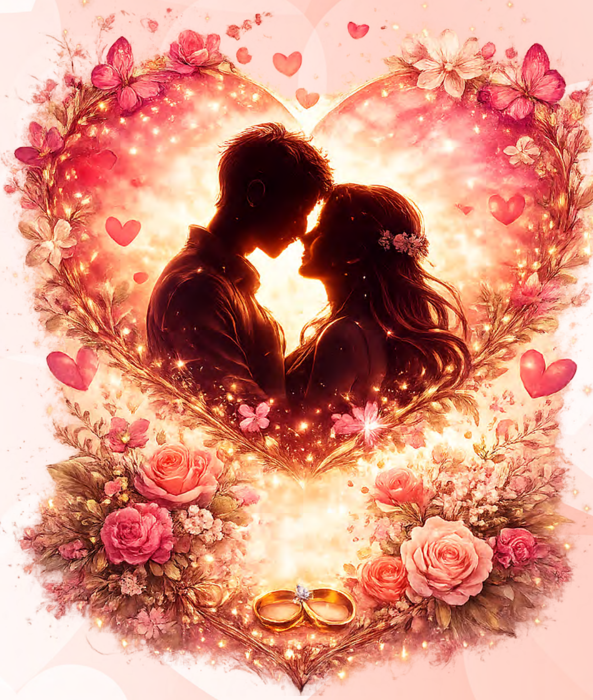

তিনটি যুগ পরে

রীতশ্রী দাস

এতো বছর এতো বছর --- তিনটি যুগ পরে
ডাহুকডাকা দুপুরবেলায় আমায় মনে পড়ে?
ঐ যেবারে কালিমাখা কালবোশেখী ঝড়ে
বাবুবাগানে কাঁচামিঠে টুপটাপ আম পড়ে?

এতো বছর এতো বছর --- তিনটি যুগ পরে
তুমি ছাড়াই তোমার গন্ধ ঢুকে পড়লো ঘরে।
যেমন চাঁদের আলো নামে ভাঙ্গা চালের খড়ে
তেমনি করে আষাঢ় সন্ধ্যায় আমায় মনে পড়ে?

এতো বছর এতো বছর --- তিনটি যুগ পরে
এখনো কী কলমীলতায় তোমার উঠোন ভরে?
আল্পনা আর সেঁজুতি জ্বেলে, তুলসীতলা ঘিরে
সাঁঝের বেলায় ইমনেতে কেউ শঙ্খধ্বনি করে?

এতো বছর এতো বছর -- তিনটি যুগ পরে
গভীর রাতে অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে জ্বরে,
যখন দেখি দূরের মানুষ তোমার হাতটি ধরে
বুকের ভেতর ক্ষতগুলোয় আবার রক্ত ঝরে।।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কুমারী পুরাণ

শ্রী সদ্যোজাত

একটাই তো জীবন,
মরেই তো যাবো,
আর একটু বাঁচবো না!
আরও কিছুটা রাস্তা ওই ফেলে আসা ঝোড়ো হাওয়ার বাকি থেকে
যাওয়া গল্পটা শুনবো না!

ছেড়ে দিতে দিতে দিতে বেশ খানিকটা ক্লান্ত অবস্থা,
কেউ পিছু ডাকুক বা নাই ডাকুক,
কথার সাথে ভাষা বা শব্দের সামঞ্জস্য নাই বা থাকুক,
অস্পষ্ট বর্ণমালাগুলো একটু প্রাণ খুলে বাঁচুক....
ওদের আয়ুষ্কালও অবিমিশ্রিত সীমিত,,,

আপাদমস্তক মেয়ে মানুষ তো,
চাহিদা কিছু নেই..একথা বলিব না,
আবার আছে তাহাও কিন্তু জোরপূর্বক বলা যায় না,
এই দীপাবলীর আগে একটু পাশাপাশি হাঁটবো...
কোনো চেনা নদীর গা ঘেঁষে দুটো অচৈতন্য শরীর'কে
যত্রতত্র সম্বল করে,
ছেঁড়াখোঁড়া বিবাহিত পুরুষের অব্যক্ত ভালোবাসা একজন পথচারী পর-
স্ত্রীই বোঝেন.....

একটা কথা বলি....
তুমি তো মেয়েদের নিয়ে অনেক কিছু লেখো,
তাঁদের ছোট ছোট আনন্দ তাঁদের চোরা ছেঁড়া দুঃখ তাঁদের পরিচ্ছন্ন
গোপন যন্ত্রণা তাঁদের চাওয়া তাঁদের পাওয়া আরও কত কি সব
হেলাফেলা দুরাশা,,,,

কখনো খুঁজে পেয়েছ ??
ছোট চোখে মেয়েদের পোড়া দাগ বেশি আর বড় বড় ডাগর চোখে
জল ধরে বেশি।

সুখী দম্পতিরা তাঁদের ড্রইংরুমে সুখের গল্প সাজিয়ে রাখে থরে থরে
সেগুন কাঠের দামী ফার্নিচারে কিংবা দামী আর্কাইভে,
বেডরুম জুড়ে থাকে অনুচ্চারিত উল্লাসে ঠাসা ঠাসা উপর্যুপরি দুঃখ
বিলাসী উপন্যাস।

কিন্তু তুমি এলে আমার কাছে আমার সাড়াশব্দহীন রূপে আমার ভাড়া
ঘরের মূর্চ্ছনায় না আমার কালশিটে ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে
যাওয়া রাস্তার ধারে একটা কাজল কালো নির্জনতা উপহার দিতে।।

তোমার এতগুলো প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই আমার কাছে....
আমি নিতান্ত.... সাবালক এক পুরুষ বৃত্তান্তে নাবালক মহাপুরুষ

বলতে পারো বাকি দৈর্ঘ্যে বা উপবৃত্তে আমিও তোমার মতন এক
পথের কাঙাল

কিন্তু আমি জানি তোমার অপছন্দ ও পছন্দের সুষমা মেলবন্ধন'টা ......
সময় তো সূচক মাত্র অসময়ের দেওয়াল ঘড়িটায়,
অসমাপ্ত এই অস্থির অভিসার জুড়ে তুমি কেবল একটি স্থির চোখের
চলচ্চিত্র বা জনহীন অরণ্য মেঘলা,,,

ঘরে ফিরতে ভালো লাগে না তবু ফিরতে হবে,

শুনেছি তোমারও একটা অস্থায়ী অট্টালিকা আছে।

রাত বাড়লে সেখানে লাল নীল সবুজ চুড়ির ভিড় জমে, পুরোনো
সেলাই মেশিনে তাঁর হৈমন্তী নিস্তব্ধতা অনামিকা ভাঙে রোজ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

তোর বিহনে

অপর্ণা দে

তোর বিহনে আকাশে আমার অন্ধকার ঘনায়,
মেঘের ভাঁজে চুপিসারে স্বপ্নেরা পাক খায়।

তোর বিহনে সকাল হয় ভৈরবী আলাপ ছাড়া,
বিজন রাতে বাজেনা আজ দরবারী কানাড়া।

তোর বিহনে বর্ষা আসেনা দুকূল ছাপিয়ে প্লাবন,
আমার বসন্ত আমার আকাশ রঙবিহীন উদযাপন।

তোর বিহনে শিউলি আঁচল পাতে না আঙিনায়,
হৈমন্তী রাত বিষাদ বিধুর, ডাকে শুধু ইশারায়।

তোর বিহনে লুটোপুটি রৌদ্র ছায়া দখিন দ্বারে,
জোছনা ছায়া বন্ধ দুয়ার
প্রেমের বাঁধন অচিনপুরে।

তোর বিহনে দীপান্বিতা লক্ষ্মী আজ ঘরের মেয়ে
নবান্ন ধান ছড়িয়ে উঠোন, আলপনা আঁকা গোলার গায়ে।

তোর বিহনে অলক্তরাগ জলে ধুয়ে যায়,
তোর বিহনে হৃদমাঝারে উদাস বাউল গায়।

তোর বিহনে ছন্দ হারায় হৃদয়ের ‘লাভ ডুব’,
তোর বিহনে অন্ধকারের মিতে হতে ইচ্ছে খুব।

বসন্তময়ূরী

রবি শঙ্কর পাল

এ বসন্তে ময়ূরীর মন,
ভিজেছে বাসন্তী বর্ষায়,
চায় আরও কিছুক্ষণ,
রবে সিক্ত শিমুল তলায়!
করবী লিলি গোলাপ,
ছাড়ে সুনির্মল প্রেম-বাস,
রচে ভ্রমরের ভ্রমে রম্য সংলাপ,
বয় উথালি পাথালী উষ্ণ শ্বাস!
পেখমের পেলব নকশায়,
অলি গলি ভেঙে চুরে ,
প্রেম যে তোকে পেতে চায়,
আয় বাসন্তী বর্ষায় সুরে সুরে!
কোকিলের সাথে ময়ূর,
ঝিরিঝিরি সোনালী বারি,
জানে না গড়াবে কতদূর,
তবুও পথিক খোঁজে রাধার বাড়ি।।

চিরন্তন ভালোবাসা

কল্পনা মজুমদার

উত্তর-আধুনিকতা, এসো তুমি!/
বাল্মীকির কাল নেই, বিদ্যাপতি গিয়েছে হারিয়ে__/
বেটোফেন,বাখ আর মোজার্টের কবরে বহুতল/
ক্লিওপেট্রা- রেমব্রান্ট-প্রভা আত্রে সমসাময়িক/
হয়ে গেছে....কারণ ওরা সকলে আপনজন।

সত্য শুধু কালের প্রবাহ/
কল্লোল-যুগের সঙ্গে অবলুপ্ত ‘গল্পভারতী’রা.../
আজ কেউ চেনেনা ওদের।/
যে রয়েছে, সে হবে বাতিল!

আজও তবু ফুল ফোটে, ভালোবাসা মনে সাড়া তোলে,/
শীতে পাতা ঝরে গিয়ে নতুন রূপেতে বাঁচে গাছ।/
গ্রীষ্ম আনে সজীবতা__ নতুনের প্রতীক ।/
ভাঙ্গা-গড়া চলবেই...পৃথিবীর আয়ুষ্কাল জুড়ে/
ওগো স্রষ্টা__নবীনের জন্যে রেখো পলাশ ফাগুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দাম্পত্য, বন্ধুত্ব এবং সেলফ-লাভ

সুদেষ্ণা ঘোষ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। জন্মের পর থেকেই আমরা নানা সম্পর্কের মধ্যে বড় হয়ে উঠি, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রেম, দাম্পত্য; সব মিলিয়ে তৈরি হয় আমাদের জীবনের বৃত্ত। কিন্তু আধুনিক জীবনে একটি নতুন ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে, সেল্‌ফ-লাভ বা নিজের প্রতি ভালোবাসা। অনেকেই এখন বলছেন, অন্য কাউকে ভালোবাসার আগে নিজেকে ভালোবাসা জরুরি। আবার কেউ মনে করেন, স্থিতিশীল দাম্পত্যই জীবনের প্রধান আশ্রয়। কেউ বলেন, বন্ধুত্বই আসলে সব সম্পর্কের ভিত্তি। ফলে প্রশ্ন উঠছে দাম্পত্য, বন্ধুত্ব না কি সেল্‌ফ-লাভ কোনটি বেশি জরুরি? নাকি এরা একে অপরের পরিপূরক?

দাম্পত্য মানে শুধু সামাজিক স্বীকৃত সম্পর্ক নয়; এটি দুই মানুষের দীর্ঘ সময়ের সহযাত্রা। সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, অসুস্থতা কিংবা সংকট সবকিছু ভাগ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। বাংলা সমাজে এখনও বিয়ে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনেকেই মনে করেন সংসার মানেই পূর্ণতা। একসঙ্গে বাড়ি গড়া, সন্তান মানুষ করা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, সব মিলিয়ে জীবনে এক ধরনের স্থিরতা আসে। কিন্তু বাস্তবতা সবসময় এত সরল নয়। কর্মক্ষেত্রের চাপ, সময়ের অভাব, পারস্পরিক প্রত্যাশার অমিল এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন, সব মিলিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কেও আজ নানা টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, একই বাড়িতে থেকেও মানুষ মানসিকভাবে দূরে সরে যাচ্ছে। সম্পর্ক আছে, কিন্তু সংযোগ নেই। তাই আজকের দিনে শুধু সামাজিক বন্ধন নয়, মানসিক বন্ধুত্বও দাম্পত্যের জন্য জরুরি হয়ে উঠেছে। যেখানে দুই মানুষ একে অপরকে বদলাতে নয়, বোঝার চেষ্টা করে।

এই জায়গাতেই বন্ধুত্বের গুরুত্ব সামনে আসে। বন্ধুত্ব এমন এক সম্পর্ক, যেখানে বাধ্যবাধকতা কম, গ্রহণযোগ্যতা বেশি। এখানে মানুষ নিজের মতো থাকতে পারে, মুখোশ ছাড়া কথা বলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ নিজের জীবনের গভীর কথা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

জীবনসঙ্গীর চেয়ে বন্ধুর সঙ্গে সহজে ভাগ করে নিতে পারে, কারণ বন্ধুত্বে বিচার কম, বোঝাপড়া বেশি। বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো ছোট ছোট মুহূর্ত এক কাপ চা, কিছু গল্প, একসঙ্গে হাসি, মানসিক চাপ অনেকটাই কমিয়ে দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, জীবনে অন্তত একজন মানুষ থাকা জরুরি যার সামনে আমরা বিনা দ্বিধায় নিজের কথা বলতে পারি। অনেক সফল দাম্পত্যের ভিতেও বন্ধুত্বই শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠেন, তখন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে যে ধারণাটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হল সেল্‌ফ-লাভ বা নিজের প্রতি ভালোবাসা। কিছু বছর আগেও নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে অনেকেই স্বার্থপরতা ভাবতেন। এখন মানুষ বুঝতে শিখছে, নিজের যত্ন না নিলে অন্যকে ভালো রাখা যায় না। সেল্‌ফ-লাভ মানে নিজের সুখকে সবার আগে রাখা নয়; বরং নিজের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার দায়িত্ব নেওয়া। নিজের ক্লান্তি, কষ্ট বা অসুবিধাকে স্বীকার করা, প্রয়োজনে ‘না’ বলতে শেখা, নিজের জন্য সময় রাখা এবং নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেওয়া এসবই তার অংশ। অনেক মানুষ পরিবার ও কাজের দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে নিজের অস্তিত্বকেই ভুলে যায়। পরে মানসিক ভাঙন দেখা দিলে বোঝা যায়, নিজের যত্ন নেওয়া কোনো বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজন ও।

দাম্পত্যে সেল্‌ফ-লাভের অভাব থাকলে সম্পর্কেও সমস্যা তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে একজন মানুষ সবসময় সমঝোতা করতে করতে নিজের ইচ্ছা, স্বপ্ন ও চাহিদাকে চাপা দিয়ে রাখেন। বাইরে থেকে সংসার সুখী মনে হলেও ভিতরে ভিতরে জমতে থাকে ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ একসময় অকারণ ঝগড়া, মানসিক দূরত্ব কিংবা সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সমস্যা সম্পর্কের নয়, নিজের প্রতি অবহেলার। বন্ধুত্ব মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার বা সঙ্গী সব সময় সব কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সহজ কথোপকথন, হাসি-ঠাট্টা অনেক চাপ কমিয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের বন্ধুত্বের পরিসর ভালো, তারা মানসিকভাবে তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকেন। অথচ আধুনিক শহুরে জীবনে মানুষ একসঙ্গে থেকেও ক্রমশ একা হয়ে পড়ছে। সবাই ব্যস্ত, কাজের চাপ, মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভিড়ে বাস্তব সম্পর্ক অনেক সময় দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে একাকীত্ব বাড়ছে, দাম্পত্যে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, বন্ধুত্বও ভার্চুয়াল হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সম্পর্ক ও নিজের মানসিক যত্ন, দুটোকেই নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে। তাই প্রশ্ন আসে প্রথমে কোনটি জরুরি? সম্পর্ক না নিজের যত্ন? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, নিজের ভিতরটা শক্ত না হলে কোনো সম্পর্কই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে মানুষ নিজের মূল্য বোঝে না, সে অন্যের কাছেও সম্মান পায় না। আবার অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষও সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে না। ফলে ভারসাম্যই আসল কথা।

একটি সুস্থ জীবনের জন্য তিনটি স্তম্ভ গুরুত্বপূর্ণ নিজের সঙ্গে সুসম্পর্ক, সঙ্গীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দাম্পত্য এবং বন্ধুত্বের একটি পরিসর যেখানে মানুষ মুক্তভাবে থাকতে পারে। বাস্তব জীবনেও এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কর্মজীবী মধুমিতা সংসার, কাজ ও সন্তানের দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের জন্য সময় ছিল না। পরে তিনি সপ্তাহে একদিন নিজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ও নিজের পছন্দের কাজে সময় দেওয়া শুরু করেন। তার মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়, সংসারেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার অনেকে বন্ধুত্বে এত ব্যস্ত থাকেন যে দাম্পত্য উপেক্ষিত হয়। সেখানেও ভারসাম্য জরুরি।
সমাজ এখনও অনেক সময় মানুষকে বলে দেয় কীভাবে জীবন কাটাতে হবে, বিয়ে করো, সংসার করো, সন্তান নাও। কিন্তু সব মানুষের চাহিদা এক নয়। কারও কাছে দাম্পত্য জরুরি, কারও কাছে স্বাধীন জীবন, কারও কাছে বন্ধুত্ব। তাই নিজের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন খোলামেলা কথা বলা, একে অপরকে সময় দেওয়া, নিজের প্রয়োজন স্বীকার করা এবং অন্যের সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়া। মানসিক যত্ন নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। দাম্পত্য, বন্ধুত্ব আর সেল্ফ-লাভ, এরা আসলে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। নিজেকে ভালো না বাসলে সম্পর্ক টেকে না, বন্ধুত্ব না থাকলে জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়, দাম্পত্যে বোঝাপড়া না থাকলে সংসার ভারী লাগে। সুখী জীবন মানে এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে নেওয়া।
জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কের গুরুত্ব বদলে যায়। কখনও দাম্পত্য সবচেয়ে বড় আশ্রয়, কখনও বন্ধুত্ব মানসিক শক্তি দেয়, আবার কখনও নিজের সঙ্গে সময় কাটানোই বাঁচার উপায় হয়ে ওঠে। তাই প্রশ্নটা আসলে কোনটা বেশি জরুরি, তা নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা কি নিজের, সঙ্গীর এবং বন্ধুদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছি? নিজেকে ভালোবাসা, সম্পর্ককে সম্মান করা এবং অন্যকে বোঝার চেষ্টা, এই তিনের সমন্বয়েই তৈরি হয় পরিপূর্ণ জীবন। আর শেষ পর্যন্ত তো সুখী সম্পর্কের শুরুটা সবসময় নিজের ভিতর থেকেই।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ক্যান্ডেল লাইট ডিনার স্পেশাল!

আলো আঁধারিতে রোমান্টিক আবহ, সুগন্ধি মোমবাতির নিভু নিভু আলো, সুন্দর টেবিল সজ্জা আর একটু বাড়তি যত্নে তৈরি প্রতিটি মুহূর্ত। মৃদু আলোয় বসে প্রিয় মানুষের চোখের ভাষা পড়তে হলে টেবিলে সাজানো প্রতিটি পদেও থাকতে হবে ভালোবাসার ছোঁয়া। তাই এই ভ্যালেন্টাইন ডে তে, বাইরে না গিয়ে, বাড়িতেই যদি একটু মন দিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের আয়োজন করেন, তবে সঙ্গীকে চমকে দেওয়াই নয়, এই সন্ধ্যা হয়ে উঠবে দীর্ঘদিনের স্মৃতির অমূল্য অংশ। চলুন জেনে নিই কী কী রাখতে পারেন এই বিশেষ মেনুতে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ফিশ ফিঙ্গার

অঙ্কিতা বসু সাহা

কী কী লাগবে

মাছের ফিলে (বাসা/ভেটকি) ৪০০-৫০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, ধনেপাতা বাটা ২-৩ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ২-৩টি, লেবুর রস ১-২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ২ চা চামচ, ডিম ৩টি, ময়দা পরিমাণমতো, ব্রেডক্রাম্বস পরিমাণমতো, Shalimar's Sunflower তেল ভাজার জন্য।

কীভাবে বানাবেন

মাছ ফিঙ্গার আকারে কেটে লবণ, লেবুর রস, আদা-রসুন, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা ও গোলমরিচ মিশিয়ে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করুন। ডিম ফেটিয়ে নিন; আলাদা পাত্রে ময়দা ও ব্রেডক্রাম্বস রাখুন। মাছের টুকরো একে একে পরপর ময়দা, ডিম, ব্রেডক্রাম্বসে এইভাবে কোট করে আবার ডিম মাখিয়ে ব্রেডক্রাম্বসে কোট করুন। মাঝারি আঁচে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে কিচেন টিস্যুতে তুলে নিন। স্যালাড ও কাসুন্দির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লেমন গার্লিক ফিশ

কী কী লাগবে

মাছের ফিলে (বাসা/ভেটকি) ৪-৫ টুকরো, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস দেড় টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Sunflower তেল/অলিভ অয়েল/মাখন ২ টেবিল চামচ, মিক্সড হার্বস (ওরেগানো/মিক্সড হার্বস) ১/২ চা চামচ, পার্সলে কুচি সামান্য।

কীভাবে বানাবেন

মাছে লবণ, গোলমরিচ ও ১ টেবিল চামচ লেবুর রস মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। প্যানে অলিভ অয়েল/মাখনে মাছ হালকা সেঁকে তুলে রাখুন। একই প্যানে বাটার গরম করে রসুন ভেজে লেবুর রস ও সামান্য জল দিয়ে ফোটান, লবণ-গোলমরিচ দিন। মাছ দিয়ে ৩-৪ মিনিট রান্না করে মিক্সড হার্বস ছড়ান। গ্যাস বন্ধ করে পার্সলে দিয়ে সঁতে করা মাশরুম ও ব্রকলির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রেশমি মালাই চিকেন গ্রেভি

কী কী লাগবে

চিকেন ৭০০ গ্রাম, টক দই ১/২ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম ১/২ কাপ, কাজুবাদাম ৮-৯টি, পেঁয়াজ ১টি মাঝারি, আদা ১ ইঞ্চি, রসুন ৭-৮ কোয়া, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মসলা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জায়ফল গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, জয়িত্রী গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি অল্প (ঐচ্ছিক), ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's সর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, কসুরি মেথি ১-২ চা চামচ।

কীভাবে বানাবেন

চিকেনের সঙ্গে টক দই, অল্প আদা-রসুন বাটা, লবণ, তেল ও গোলমরিচ মিশিয়ে ২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। অল্প তেলে পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও কাজু হালকা আঁচে ভেজে জল দিয়ে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে স্মুথ পেস্ট বানান। প্যানে ঘি-তেল গরম করে পেস্ট কষে ম্যারিনেটেড চিকেন দিন; লবণ-গোলমরিচ দিয়ে জল না দিয়ে ১৫-২০ মিনিট রান্না করুন। সেদ্ধ হলে ফ্রেশ ক্রিম, জায়ফল-জয়িত্রী ও গরম মসলা মিশিয়ে প্রয়োজনে অল্প গরম জল দিয়ে আরও ৫ মিনিট রান্না করুন। শেষে কসুরি মেথি ছড়িয়ে নামান। নান/রুমালি রুটি/পরোটা বা বাঙালি স্টাইল ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কলকাতা স্টাইল মাটন বিরিয়ানি

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, বড় আলু ৪টি (২ টুকরো করে), টকদই ১ কাপ, পিঁয়াজ ১টি বড় কুচি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, বিরিয়ানি মশলা দেড় টেবিল চামচ, দুধ ১ কাপ, খোয়া ক্ষীর আধ কাপ, কেশর ১-২ চিমটে, কেওড়া জল ১ চা চামচ, গোলাপ জল ১ চা চামচ, মিঠা আতর ২-৩ ফোঁটা, ঘি ৪ টেবিল চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ১/২ কাপ, বাসমতি চাল ৫ কাপ, তেজপাতা ২টি, দারচিনি ২ টুকরো, এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৬টি।

কীভাবে বানাবেন

মাটন ধুয়ে রাখুন। আদা-রসুন বেটে জল দিয়ে ছেঁকে রস আলাদা করুন। দুধে এলাচ গুঁড়ো ও খোয়া ক্ষীর মিশিয়ে রাখুন। আরেকটি পাত্রে গরম জলে কেওড়া জল, গোলাপ জল, আতর ও কেশর মিশিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পিঁয়াজ ভেজে জল, লবণ, হলুদ ও কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে আলু সেদ্ধ করে তুলে নিন। একই গ্রেভিতে আদা-রসুনের রস দিয়ে মাটন, ফেটানো দই, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ দিয়ে রান্না করুন; অর্ধেক সেদ্ধ হলে বিরিয়ানি মশলা দিন। মাটন ৭০-৮০% সেদ্ধ হলে খোয়া-দুধ মিশিয়ে ইয়াখনি ভাসা অবস্থায় নামান। আলাদা পাত্রে লবণ ও গোটা গরম মসলা দিয়ে চাল ৭০% সেদ্ধ করে ছেঁকে নিন। হাঁড়িতে মাংস-আলু-ভাত লেয়ার করে উপর থেকে বিরিয়ানি মশলা, ঘি, খোয়া ক্ষীর ও কেশর-কোওড়া-গোলাপ জলের মিশ্রণ দিন। বন্ধ করে তাওয়ার ওপর ২০ মিনিট দমে রাখুন। আঁচ বন্ধ করে আরও ৩০ মিনিট রেখে রায়তার সঙ্গে পরিবেশন করুন। চাইলে ডিম সেদ্ধ যোগ করতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সৌমি কুমার

টিবেটান থুকপা

কী কী লাগবে

থুকপা নুডলস/মোটা নুডলস, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো অল্প (নুডলস সেদ্ধ করার জন্য), হাড়সহ চিকেন, পেঁয়াজ ১টা, রসুন কয়েক কোয়া, আদা অল্প, গাজর কয়েক টুকরো, পেঁয়াজ পাতা, গাজর ১টা, বাঁধাকপি অল্প, টমেটো ১টা, পেঁয়াজ ১টা, রসুন ৭-৮ কোয়া, আদা অল্প, ক্যাপ্সিকাম ১টা ছোট, কাঁচালঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, টমেটো পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা রসুন আদা ধনেপাতা বাটা (পরিমাণমতো), Shalimar's Sunflower তেল, নুন, চিনি ও Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, লাইট সোয়া সস, সেদ্ধ করা চিকেন (হাড় ছাড়া), ধনেপাতা কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি, লেবুর রস।

কীভাবে বানাবেন

নুডলস অল্প হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে রাখুন। হাড়সহ চিকেন, পেঁয়াজ, থেঁতো রসুন-আদা, গাজর ও পেঁয়াজ পাতা দিয়ে সেদ্ধ করে স্টক বানিয়ে ছেঁকে নিন; চিকেনের মাংস আলাদা রাখুন। টমেটো, পেঁয়াজ, লঙ্কা, রসুন, আদা ও ধনেপাতা দিয়ে হালকা পেস্ট বানান। প্যানে তেল গরম করে পেস্ট কষে নুন, গোলমরিচ ও অল্প চিনি দিন। গাজর, বাঁধাকপি (চাইলে ক্যাপ্সিকাম) দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে দ্রুত ভাজুন। চিকেন স্টক ঢেলে ফুটে উঠলে অল্প লাইট সোয়া সস দিন। সার্ভিং বোলে নুডলস, উপর থেকে থুকপা স্যুপ ও সেদ্ধ চিকেন দিন; পেঁয়াজ, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা ও লেবুর রস ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিকেন গার্লিক স্টিউ

কী কী লাগবে

হাড়সহ চিকেন ৫০০ গ্রাম, রসুন (খোসা সমেত থেঁতো) ৮-১০ কোয়া, জল প্রয়োজনমতো, Shalimar's Sunflower তেল ১ টেবিল চামচ, মাখন ১+১/২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১টি মাঝারি, গাজর কুচি ১টি, বিন্স কুচি ৬-৮টি, সুইট কর্ন ১/২ কাপ, সেদ্ধ করা চিকেন/বোনলেস চিকেন টুকরো পরিমাণমতো, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদমতো, হার্ড টোস্ট ২টি (সার্ভিংয়ের জন্য)।

কীভাবে বানাবেন

হাড়সহ চিকেন ও থেঁতো রসুন দিয়ে সেদ্ধ করে ছেঁকে ব্রথ আলাদা করুন। পাত্রে তেল ও মাখন গরম করে রসুন কুচি ও পেঁয়াজ নাড়ুন, রং ধরার আগেই সবজি দিন। অল্প আঁচে নেড়ে চিকেন ব্রথ ঢেলে ফুটান। সবজি নরম হলে সেদ্ধ করা চিকেন যোগ করে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নুন ও গোলমরিচ দিয়ে নামান। উপর থেকে অল্প মাখন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে গরম গরম হার্ড টোস্টের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ব্ল্যাক পেপার চিকেন

কী কী লাগবে

চিকেন (ছোট টুকরো) পরিমাণমতো, দই পরিমাণমতো, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো, Shalimar's Soyabean তেল প্রয়োজনমতো, মাখন অল্প, পেঁয়াজ ঝিরি ঝিরি কাটা, রসুন থেঁতো করা পরিমাণমতো, কাঁচালঙ্কা বাটা স্বাদমতো, আদা বাটা অল্প, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো অল্প, চিনি কয়েক দানা, কাঁচালঙ্কা চেরা, জল অল্প, নুন স্বাদমতো।

কীভাবে বানাবেন

চিকেন দই ও গোলমরিচ মেখে ১৫-২০ মিনিট ম্যারিনেট করুন। প্যানে তেল ও অল্প বাটার গরম করে পেঁয়াজ ভেজে রং বদলালে রসুন ও কাঁচালঙ্কা বাটা কষান। ম্যারিনেটেড চিকেন দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে ভালো করে কষে আদা বাটা, ধনে গুঁড়ো ও কয়েক দানা চিনি দিন। তেল ছাড়লে অল্প জল দিয়ে ঢেকে কম আঁচে ১০ মিনিট রান্না করুন। শেষে চেরা কাঁচালঙ্কা, আরও গোলমরিচ ও অল্প মাখন দিয়ে নামালেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গ্রিলড চিকেন ইন মাশরুম সস

কী কী লাগবে

সতে করা ভেজিটেবলের জন্য: আলুর ওয়েজেস, গাজর, ব্রকলি, বিন্স, গার্লিক পাউডার, লবণ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো, অল্প Shalimar's Sunflower তেল/মাখন।

গ্রিলড চিকেনের জন্য: চিকেন ব্রেস্ট পিস, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো, রসুন কুচি, প্যাপরিকা পাউডার, অনিয়ন পাউডার, লেবুর রস, অরিগ্যানো পাউডার, বেসিল পাউডার, অল্প সেসমে তেল, মাখন ও অয়েল স্প্রে।

মাশরুম সসের জন্য: ফ্রেশ মাশরুম কুচি, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, মাখন, ময়দা ১ টেবিল চামচ, দুধ ১ কাপ, লবণ, চিনি অল্প, ফ্রেশ ক্রিম অল্প।

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে সবজি হালকা ব্লাঞ্চ করে তুলে গার্লিক পাউডার, লবণ ও গোলমরিচ মাখিয়ে অল্প তেল/বাটারে সঁতে করে নিন। এরপর চিকেন ব্রেস্ট বাটারফ্লাই করে কেটে নুন বাদে সব মশলা ও লেবুর রস, সেসমে তেল মেখে কয়েক ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। খাওয়ার আগে মাখন ও অয়েল স্প্রে করে গ্রিল তাওয়ায় দুই পিঠ সেঁকে নিন। মাশরুম সসের জন্য মাখন গরম করে মাশরুম আঁচ বাড়িয়ে ভেজে পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে নরম করুন। ময়দা মিশিয়ে দুধ দিয়ে নাড়ুন যেন দলা না পড়ে। লবণ, অল্প চিনি দিয়ে শেষে ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে নামান। গ্রিলড চিকেনের ওপর ঢেলে নিলেই তৈরি। গ্রিলড চিকেনের ওপর মাশরুম সস, পাশে সঁতে করা সবজি ও ব্রাউন রাইস, হালকা, এলিগ্যান্ট আর একদম রেস্টুরেন্ট-স্টাইল!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

স্বর্ণাভ হালদার

সব্জি ঠাসা বিলিতি পাটিসাপটা

কী কী লাগবে

পুরের জন্য: সিদ্ধ মিক্সড সবজি ১ কাপ, সিদ্ধ আলু ২টি মাঝারি, পেঁয়াজ কুচি আধ কাপ, টমেটো কুচি আধ কাপ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে ও ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো আধ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো আধ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices চাট মসলা আধ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ

পাটিসাপটার ব্যাটারের জন্য: ময়দা ১ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ, ডিম ২টি, দুধ আধ কাপ (হালকা উষ্ণ), জল প্রয়োজনমতো, লবণ স্বাদমতো, চিলি ফ্লেক্স আধ চা চামচ, Shalimar's Sunflower তেল প্যান গ্রিজ করার জন্য

কীভাবে বানাবেন

প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভাজুন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে নিন। অল্প জলে জিরে-ধনে, গোলমরিচ, লঙ্কা গুঁড়ো ও লবণ মিশিয়ে প্যানে দিন। মসলা কষানো হলে হাত দিয়ে চটকানো আলু ও সবজি দিন। ভাজা ভাজা করে নুন-চিনি মিশিয়ে নিন। নামানোর আগে ধনেপাতা ও চাট মসলা ছড়িয়ে রাখুন। পুর তৈরি। এবার একটি বাটিতে ময়দা, সুজি, লবণ, চিলি ফ্লেক্স, ডিম ও দুধ দিয়ে ভালো করে ফেটান। অল্প অল্প জল দিয়ে পাতলা, মিশ্রণ বানিয়ে নিন। প্যানে অল্প তেল গরম করে হাতা দিয়ে গোল করে এই মিশ্রণ ঢালুন। লো ফ্লেমে পাটিসাপটার মতো তৈরি হলে উপরে সবজির পুর দিয়ে চামচ দিয়ে মুড়ে ভাজ করে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

কফি, ক্যারামেল, অরেঞ্জ কেক

কী কী লাগবে

ময়দা দেড় কাপ, চিনি ১ কাপ, ডিম ৩টি, Shalimar's Sunflower তেল বা গলানো বাটার আধ কাপ, কমলালেবুর রস আধ কাপ, কমলালেবুর খোসা কুচি ১ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার দেড় চা চামচ, বেকিং সোডা আধ চা চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, দুধ ১/৪ কাপ, দারচিনি গুঁড়ো ১ চা চামচ, কফি পাউডার ১-২ চা চামচ, গরম জল ১ টেবিল চামচ, টুটি-ফ্রুটি ২ টেবিল চামচ, ক্যারামেলের জন্য চিনি কাপ

কীভাবে বানাবেন

চিনি গলিয়ে ক্যারামেল করে কেক টিনে ঢেলে রাখুন। এক বাটিতে ডিম, চিনি ও তেল ফেটিয়ে কমলার রস ও খোসা মেশান। শুকনো উপকরণ ছেঁকে দুধ দিয়ে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটার দু'ভাগ করুন, এক ভাগে গরম জলে গুলে রাখা কফি মেশান। ক্যারামেলের উপর আগে কফি ব্যাটার, তারপর সাদা ব্যাটার ঢালুন। উপরে টুটি-ফ্রুটি ছড়িয়ে ১৭০°C তে ৪০-৪৫ মিনিট বেক করুন। ঠান্ডা হলে মোল্ড থেকে বের করে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

অয়েল ফ্রি পালক চিকেন

কী কী লাগবে

চিকেন ৫০০ গ্রাম (মাঝারি টুকরো), পালং শাক ২ আঁটি (ধুয়ে ব্লাঞ্চ করে পেস্ট), পেঁয়াজ কুচি ২টি মাঝারি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা ২-৩টি (পেস্ট বা চেরা), টমেটো ১টি ছোট (পেস্ট, ঐচ্ছিক), দই ৩ টেবিল চামচ (ভালো করে ফেটানো), Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো আধ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো আধ চা চামচ (ঐচ্ছিক), Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো আধ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, গরম জল প্রয়োজনমতো, মাখন ১ টেবিল চামচ

কীভাবে বানাবেন

কড়াই বা প্রেশার কুকার গরম করে পেঁয়াজ ও সামান্য নুন দিয়ে ঢেকে কম আঁচে নরম করুন। আদা, রসুন বাটা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে কষান। ওর মধ্যে চিকেন দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ৫-৭ মিনিট রান্না হতে দিন। হলুদ, লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো ও টমেটো পেস্ট দিয়ে কষুন। আঁচ কমিয়ে দই দিয়ে নেড়ে মশলা কষান। পালং শাকের পেস্ট ও প্রয়োজনমতো গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করুন।

প্রেশার কুকারে হলে ১-২ সিটি দিন। শেষে মাখন ও গরম মশলা ছড়িয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত বা রুটির সঙ্গে তেলছাড়া স্বাস্থ্যকর পালং চিকেন পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কাতলা কমলা

কী কী লাগবে

কাতলা মাছের পিস ৬টি, পেঁয়াজ কুচি ২টি মাঝারি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা আধ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা চেরা ৩-৪টি, কমলালেবুর রস আধ কাপ (তাজা), কমলালেবুর খোসা কুচি ১ চা চামচ (ঐচ্ছিক), Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো আধ চা চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো আধ চা চামচ, চিনি ১ চা চামচ (স্বাদ অনুযায়ী), নুন স্বাদমতো, Shalimar's সরষের তেল ৩ টেবিল চামচ, জল প্রয়োজনমতো, ধনেপাতা কুচি এক মুঠো

কীভাবে বানাবেন

মাছে নুন ও হলুদ মেখে সরষের তেলে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই তেলে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন দিয়ে কষান। কাঁচা লঙ্কা, হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে অল্প জল ছিটিয়ে মশলা কষিয়ে নিন।

জল দিয়ে ভাজা মাছ ঢেকে ৫-৭ মিনিট হালকা আঁচে ফোটান। আঁচ বন্ধ করে কমলালেবুর রস, চিনি ও খোসা কুচি মিশিয়ে ঢেকে রেখে উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলেই তৈরি। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন টক-মিষ্টি সুবাসে ভরা কাতলা কমলা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com